স্বস্তি-অভিযান

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সৎসঙ্গের

স্বস্তি-অভিযান

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

গণ-আন্দোলনের অভিনব আদর্শ

পাবনা সৎসঙ্গ অধিনায়ক

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের

স্বস্তি-অভিযান

"এখনও যদি অনুকূল nourishment(পোষণপুষ্টি) পায়,
তবে এখনই হয়ত এই গহনবনে
শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হ'তে পারে—
তা' কি কেউ করবে ?"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রীতিপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সৎসঙ্গ, দেওঘর।

প্রথম মুদ্রণ ঃ
৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৮ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬

মুদ্রাকর ঃ
ধীরা প্রিণ্টার্স, দেওঘর

মূল্য—৫'০০ টাকা

ভূমিকা

যশোরে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ জন্মমহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪১ সালে। সৎসঙ্গের সাহিত্য সম্ভারের আজকের এই বিপুল সমৃদ্ধি সেদিন সুদূর কল্পনাতেও স্থান পায়নি। তাই মানুষের কাছে সৎসঙ্গের ভাবধারার পরিবেশন তখন কিছুটা ছিল শ্রুতি-স্মৃতি নির্ভর। ফলে সৎ-সঙ্গ আন্দোলনের স্রোতধারাটি আকাঙ্খিত তীব্রতায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠার পথে কিছু কিছু অসুবিধা অনু-ভব করছিল। এই উৎসবের প্রাক্কালে কর্ম্মিগণ সৎসঙ্গ আন্দোলনের রূপ রেখাটি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও দর্শন যাতে এক নজরে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এইরকম কিছু কিছু পুস্তকের আশু প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন। সেই প্রয়োজনের আহ্বানে সেই সময়েই লেখকের দুটি পুস্তিকা রচিত এবং প্রকাশিত হয়। একটি এই "স্বস্তি-অভিযান", অন্যটি "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও সৎসঙ্গ আন্দোলন।" উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পরি-

প্রেক্ষিতে সেই সময়ে এই পুস্তিকা দুটির সাফল্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাই আলোচ্য পুস্তিকাটি কলেবরে ছোট হ'লেও ঐতিহাসিক মূল্যে অনেক বড়।

এছাড়াও অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণীগুলির সার্থক সঙ্কলনে, লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীর শিল্পী-স্পর্শে এই পুস্তিকাটি সাধারণ পাঠককে একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে সৎসঙ্গ আন্দোলনের মূল ধারাটির একেবারে মাঝখানে পৌঁছে দেয়—পুস্তিকাটির যথার্থ সার্থকতা এইখানেই, এবং এই সার্থকতা চিরদিনের।

অল্প কিছু পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন—লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি, যথা-নির্দ্দেশে সন্নিবেশিত করে এই পুস্তিকাটি এত-দিন বাদে আবার পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিনীত—

প্রকাশক

স্বস্তি-অভিযান

(১)

জগতে যা কিছু আন্দোলন হয় তা মানুষেরই জন্য। অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি যাতে অটুট অক্ষুণ্ণ হয় তারই জন্য যুগে যুগে মানুষের কত বিচিত্র প্রচেষ্টা কত নব নব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। সমাহার-প্রাণ মানুষ একা থাকতে চায় না, একা থেকে তা'র কোন সার্থকতা সে অনুভব করে না। সে চায় কেউ তাকে অনুভব করুক, বুঝুক, তা'র জন্য সমব্যথায় ব্যথী হ'য়ে উঠুক, তাকে বাহবা দিক। জীবনের এমনই অন্তর্নিহিত চাহিদায় দাম্পত্যজীবন গড়ে উঠেছে, বহু ব্যক্তি নিয়ে পারিবারিক জীবন রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে, সহস্র সহস্র মানব নিয়ে সমাজ ও সঙ্ঘ-জীবন গড়ে উঠেছে—কত গিল্ড, কত পৌরজনপদ, কত রাষ্ট্র দেখা দিয়েছে—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে!

ব্যক্তিগত ব্যষ্টিজীবন থেকে রকমারি সমষ্টিজীবন গড়ে উঠেছে সত্য; কিন্তু কি ব্যক্তি জীবনে, কি দাম্পত্য

জীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে—কোথাও মানুষের দ্বন্দ্ব বিরোধ সংঘাত থেমে যায় নি। সর্ব্বত্রই মানুষের আত্মস্বার্থ ও সমষ্টি স্বার্থের একটা সামঞ্জস্য সে ঠিক ঠিক খুঁজে পায় নি। প্রবৃত্তি-গুলির সাথে তার অস্তিত্বের লাগে বিরোধ। প্রবৃত্তি-মূঢ় মানব সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে তার ব্যক্তি স্বার্থের যোগসূত্র খুঁজে পায় না। ধীরে ধীরে বিরোধ সংঘাত জটিলতর হ'য়ে ওঠে, বিচ্ছেদ ঘনিয়ে ওঠে। তখনই জাগে আন্দোলন—মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের বাঁচাবাড়াকে অটুট, অবাধ, অক্ষুণ্ণ করতে।

কিন্তু মানবের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে সমষ্টির কল্যাণ আনতে পারা যায় না—সাময়িক প্রতিক্রিয়ামূলক সমষ্টি উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায় মাত্র। হয়ত কিছু কিছু কল্যাণও হয়, কিন্তু গভীরতম কল্যা-ণের আবাহনে জীবন ও বৃদ্ধিকে স্থায়ীভাবে বাধা নির্ম্মুক্ত ক'রে দিতে পারে না। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার আপোশে আপশোষে চলার পথ ক্রমশই কুটিল হ'য়ে ওঠে। তাই প্রতিক্রিয়া মূলক সমষ্টি আন্দোলনগুলি হয় ক্ষণস্থায়ী, অবাস্তব। তাতে থাকে প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তমসাবরণ; অহং শয়-

তানের বৃত্তিকুহেলিকাময় আশা-মরীচিকার মরণ প্ররোচনা।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ধূমায়িত বহ্নিশিখা প্রতিহিংসা-গলিত আগ্নেয় নিস্রাব উদ্‌গীরণ করে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে কৃত্রিম আন্দোলন সৃষ্টি করল, তার মধ্যে ছিল প্রবৃত্তিমোহদ্বন্দ্বের অসংযত অন্ধ আবেগ। যারা স্বভাবতঃই প্রবৃত্তির অধীন, তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করা আর রুগ্ন, হাসপাতালভরা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হঠাৎ এক শুভ প্রভাতে সুস্থ, দৃঢ়কায় বলে ঘোষণা করা একই রকমের পাগলামী নয় কি? শুধু ঘোষণায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আসে না, মৈত্রী আসে না, সাম্য আসে না। প্রতি ব্যক্তিকে স্বাধীন করতে হ'লে চাই তাদের প্রবৃত্তিবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার অমোঘ পদ্ধতি বা Programme। তাই ইউরোপের সে আন্দোলন ন্যায় ও যুক্তির বাহানায় শুধু রুদ্রের প্রলয় তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু ব্রহ্মার সৃজন প্রতিভার বিকাশ তাতে দেখতে পাই না—বিষ্ণুর মঙ্গল শঙ্খ তাতে বেজে ওঠে নি। ফরাসী গণ বিপ্লব যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, তা কোন মহান মঙ্গল আদর্শকে মানবের সম্মুখে প্রোজ্জ্বল ক'রে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে

সার্থক হ'য়ে ওঠে নি। প্রতিপ্রাত্যেক উচ্ছৃঙ্খল মনের স্বাধীনতাকে বাধা নির্ম্মুক্ত করে সমাজ ও রাষ্ট্রের বাঁধনকে শিথিলতর ক'রে দিয়েছিল। মহাপুরুষের বাণী আর ভগবদ্বাণী রইল না, জন সাধারণের বাণীই হ'ল ভগবদ্বাণী—Vox Populi Vox deity। গণ-দেবতার পূজা-বেদীতে মানবের যোগ্যতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম, প্রজ্ঞা—যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহান—বলি-প্রদত্ত হ'ল! আদর্শহীন গণতন্ত্র রাষ্ট্র ও সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিপরায়ণ মূঢ় জনসাধারণের দাস ক'রে তোলে। প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধূয়ো ধরে মাথা তোলা দেয়। ধীরে ধীরে আসে লোভ, আসে কাম, আসে ক্রোধ, আসে অহং, আসে পরশ্রীকাতর-রতা,—উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির মূঢ় প্রতাপ! তারই অমোঘ প্রতিক্রিয়ায় মানব সমাজে আসে ধনিক ও শ্রমিকের বিকট অভ্যুত্থান—অর্থের মোহন মানদণ্ড!

আমার বিবেক আমাকে যা' বলবে, আমি তাই করব, আমি কারও authority মানব না—আমার যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি ছাড়া—এই rationalism আর freedom of conscience মানুষের নিয়ন্তা হ'য়ে উঠল। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি অনুসারেই আমি

তদনুগ যুক্তির অবতারণা ক'রে থাকি ; আর সাধুর বিবেক হয় সাধুর মত, চোরের বিবেক হয় চোরের মত—আমাদের অভ্যাস ও সংস্কার অনুযায়ী হয় আমাদের বিবেক, যুক্তি। বিবেক ও যুক্তি আমাদের অভ্যাস, ঝোঁক, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

আবার কেবল freedom of conscience —ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, freedom of labour—শ্রম-স্বাতন্ত্র্য, আর তার সঙ্গে সঙ্গে freedom of contract and competition—চুক্তি এবং প্রতি-যোগিতার অবাধ স্বাতন্ত্র্যও প্রত্যেক মানবের জন্মগত অধিকার ব'লে ঘোষিত ও গৃহীত হ'ল। ফলে দুর্ব্বল যেমন নিজেকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাধ্য হ'য়ে বদ্ধ করবার অভূতপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য ও সুযোগ লাভ করল, প্রবলও পৃথিবীর সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য সব দখল করবার অভিনব স্বাধীনতা লাভ করল। সাম্যের নামে দেখতে দেখতে অতি ভয়ংকর এক বৈষম্য সমগ্র ইউরোপ জুড়ে দেখা দিল। ব্যক্তি তার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিবেগ নিয়ে অসংযত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আত্মম্ভরি-তায় বিজ্ঞানের যন্ত্রশক্তিকে করায়ত্ত করে শিল্প-

নেতা, কখন বলি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, কখন বলি মানবের মহান পূরণকারী, মহাপুরুষ, প্রভু, বুদ্ধ, পয়গম্বর, পুরুষোত্তম! এমনতর ব্যক্তির আন্দোলনকে আমরা বলব উদ্দোলন—স্বতঃ উৎসারিত অবলীল স্বচ্ছন্দ প্রজ্ঞার গতি বিভঙ্গে তা' অনুপম, সহজ ইষ্টপ্রাণ আবেগ আসক্তিতে তা' গভীর অনুভূতিময়, ব্যক্তিত্বের সাথে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বাভিঘাত সেখানে পূর্ণভাবে সুনিয়ন্ত্রিত, পূর্ব্ব-আপূরণী সহজ প্রেম সহানুভূতি ও সেবায় তা মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টির অপূর্ব্ব পরিপূরক, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সেখানে সহজ অকৃত্রিম বিকাশ!

এমনতর আন্দোলন আমরা দেখতে পেয়েছি একবার আরবের মরুভূমিতে—হজরত মহম্মদের অপূর্ব্ব অধিনায়কত্বে! প্রতিহিংসার তাণ্ডব নর্ত্তনে বর্ব্বর বেদুইনদের প্রতিশোধ নিতেই তিনি যদি গা ভাসিয়ে দিতেন, তবে তাঁর আন্দোলন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপ এশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান বীর্য্যের প্রস্রবণ হ'য়ে উঠত না। হজরত, ওমর, ওসমান, আলী ও আবুবকরের ইষ্টোচ্ছল জ্বলন্ত বিশ্বাস আর তেজোময় প্রেমের অপূর্ব্ব পরাক্রম ও আত্মোৎসর্গ জগতে

এক অভিনব আন্দোলন সৃষ্টি করল। যতদিন হজরত মহম্মদকে ছাপিয়ে অহং শয়তান আধিপত্য লাভ করেনি, ততদিন সে আন্দোলন জগতে শান্তি ও কল্যাণই পরিবেষণ করেছে। এমনই ধারা কতবার কত আন্দোলন জেগে উঠেছে—আদর্শ মানবের অধিনায়কত্বে—যুগে যুগে বিশ্বমানবের আকুল ক্রন্দনে!

আর বিশ্বের বুকে এই আর্য্যভারতে বহুযুগ পূর্ব্বে আর এক অপূর্ব্ব আন্দোলন জেগে উঠেছিল। মানবের ইতিহাসে এমনতর আদর্শ আর কখনও ইতিপূর্ব্বে জীবন্ত, মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে কিনা জানিনা! ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা, আক্রোশ বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ মহাসমর সমারোহে বিরুদ্ধ দলে শ্রেণীবদ্ধ। তার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেমোচ্ছল নরবপুধারী পুরুষোত্তম—পার্থসারথী হ'য়ে—অর্জ্জুনের সকল মোহ, অবসাদ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে প্রেমের নিষ্কাম যুদ্ধক্ষেত্রে মানব জীবনের আর্য্য আদর্শ সংস্থাপনের নিমিত্ত। সে অপূর্ব্ব আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। কোন অন্ধ প্রবৃত্তির মূঢ় আবেগ তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। অসীম প্রেমের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য নিয়ে সকল রাজন্যবর্গের ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, প্রতিহিংসার বহু ঊর্দ্ধে

থেকে তাদের প্রবৃত্তিবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সেই পূর্ণমানব সে আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন। গীতার লোকোত্তর আদর্শ সে আন্দোলনে ভারত-ভূমিতে একদিন ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বাস্তবায়িত হ'য়ে উঠেছিল। এমনতর আন্দোলন শাশ্বত, সনাতন, চিরন্তন—সর্ব্বকালের সর্ব্ব মানবের—প্রবৃত্তিরাগান্ধ প্রতিক্রিয়ামূলক কোন সাময়িক সমাধান নয়।

আজিকার বাংলার এই সৎসঙ্গ উদ্দোলনও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অপূর্ব্ব জীবন নিঃসৃত এক অভিনব আন্দোলন। এ আন্দোলনে ব্যক্তি, দম্পতি, গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে মহান আদর্শ তিনি দিয়েছেন,—তা শুধু কথা নয়, তার পেছনে জীবন্ত বাস্তবায়িত হয়ে আছে তাঁর অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব, অপরিমিত প্রেম, অফুরন্ত প্রজ্ঞা, অতীন্দ্রিয় দৈবী প্রভা, বিচিত্র অভিজ্ঞতামণ্ডিত লোকমহেশ্বরত্ব! ব্যক্তি ও জাতি সংগঠনার্থ কি কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করে আজ ভারতের সহস্র সহস্র নরনারী জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁকেই অনুসরণ করে চলেছেন, তারই মোটামুটী কয়েকটি কথা এই পুস্তিকায় আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন ও বাণী এবং জাতি

সংগঠনমূলক কর্ম্মপ্রণালী হ'তে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব সৎসঙ্গ আন্দোলন কি ? তার কর্ম্মপদ্ধতি কি ? এ আন্দোলনের Individual programme—ব্যক্তিগত কর্ম্মপদ্ধতিই বা কি আর Collective programme—সমষ্টিগত কর্ম্মপদ্ধতিই বা কি ? আর শুধু বাংলার নয়, ভারতের নয়—বর্ত্তমান জগত সমস্যার কি অপূর্ব্ব সমাধান তাঁর মহান আন্দোলনে ধীরে ধীরে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে !

এতদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরেও আজও স্বাধীনতার সংজ্ঞা সুনির্দ্দিষ্ট হ'ল না, হিন্দুত্বের সংজ্ঞাও সুনির্দ্দিষ্ট হ'ল না। সৎসঙ্গ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই এই যে এ আন্দোলন আজ স্বাধীনতা ও হিন্দুর সংজ্ঞা সুনির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

আর একটা কথা—সমাজে থাকা চাই Continuous struggle for existence and for elevation। এই Struggle না থাকলে মানুষ মরণের দিকে চলে। চাই যুদ্ধ—সেবা যুদ্ধ—inquisitive auto-initiative Service. সৎসঙ্গ আন্দোলনে এই সেবা যুদ্ধ আজ অযচ্ছল সমারোহে উচ্ছল হ'য়ে বিস্তীর্ণ থেকে বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রাণবন্যায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।

আমি আছি আর আছে আমার পারিপার্শ্বিক। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন, "আমার অস্তিত্ব চারিদিকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। চারিদিক যদি সুস্থ থাকে আমি সুস্থ থাকিব—অসুস্থ থাকিলে আমিও অসুস্থ থাকিব। আমার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে তাদের দ্বারা বাহিরের সাড়া লইয়া যে জ্ঞান জন্মিতেছে তাহাতেই 'আমি আছি', এই বোধ হয়। তাছাড়া 'আমি' বলিয়া আলাদা জিনিষ কিছুই নাই—থাকিলেও জানা যায় না।"

শিশু জন্ম হওয়ামাত্র কেঁদে ওঠে। এই কান্নাতেই সে জানিয়ে দেয় আমি আছি। পারিপার্শ্বিকের চাপে তার ইন্দ্রিয় সাড়া দিয়ে ওঠে—তার সাড়াপ্রবণতা বা চৈতন্য জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ, যে কখনও সহুরে যায়নি এমন পাড়াগেঁয়ে লোক হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে নামলে তার যেমন অবস্থা হয়—চারিদিকে মানুষের হৈচৈ, ভিড়ের ঠেলাঠেলি, বাইরে বাসের হর্ণ বাজছে, ট্রামের ঘরঘরাণি, ইলেকট্রিক আলো চোখে প'ড়ে চোখ ধাঁধিয়ে

দিচ্ছে, পান বিড়ি চাওয়ালা আর ফেরিওয়ালার চীৎকার,, মুটেদের মাল নিয়ে টানাটানি, ইঞ্জিন-গুলোর হুস্ হুস্ শব্দ, পুলিশের ধাক্কা, গাড়োয়ান-গুলির প্রশ্ন "বাবু গাড়ী চাই"—এমনতর একটা অভূতপূর্ব্ব পারিপার্শ্বিকের চাপে তার অন্তরাত্মা যেমন ভেবাচেকা খেয়ে যায়, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী ভেবাচেকা খেয়ে যায় নবজাত শিশু, যখন সে তার মায়ের নিরালা জরায়ু কক্ষ হ'তে প্রথম পৃথিবীর ষ্টেশনে নেমে রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শময় বিচিত্র চাপে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। অননুভূত ধরণীমাতার কঠিন ক্রোড়ে শিশুর দেহ পিণ্ড আকাশ বাতাস আলো শব্দ স্পর্শের রূঢ় চাপে ভেঙ্গে যেতে চায়, তাই সে সাড়া দিয়ে ওঠে। সে অনুভব কেমনতর বিচিত্র বেদনাময় অপরূপ বিস্ময়ের মত, তা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করেছি বটে, কিন্তু স্মরণে নেই।

অস্ফুট আমিত্বের প্রথম স্ফূরণ হতেই আমি চাই স্বাধীন হ'তে। স্বাধীন মানেই 'স্ব'এর অধীন, নিজের অধীন। "সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখম্।" প্রবৃত্তির অধীন আমরা যেই হই, তখনই আমরা আর 'স্ব'এর

অধীন থাকিনা। আমরা হ'য়ে পড়ি পরাধীন। লোভের অধীন হ'লেই দেখি—হয় বেশী খরচ করে পরের কাছে ধার করে বসি, নয়ত রোগের অধীন হ'য়ে হই ডাক্তারের অধীন—নয় পরেরটা কেড়ে নিয়ে বাধাই গোলমাল। ক্রোধের অধীন হ'লেই পরের সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে হই পুলিশের অধীন। এমনই একটু চিন্তা করলেই বুঝি—কাম আমাকে কামিনীর অধীন ক'রে তোলে ; মোহ, মদ, মাৎসর্য্য আমাকে বহু মানবের সঙ্গে বিরোধ সংঘাতে বিচিত্র ঘটনাজালের ভিতর দিয়ে পরাধীন ক'রে স্বাধীনতা হ'তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়!

একজনের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ক'রে পরাধীনতা এসে হাজির হয়, দেশের বেশীর ভাগ লোক যদি তেমনই ক'রে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারায়, তখনই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে হয় দেশের বা জাতীয় স্বাধীনতার বিলোপ। আমরা প্রবৃত্তির অধীন হ'য়ে হই সেবাবুদ্ধিহারা, অনুসন্ধিৎসাহীন, ভোগপ্রবণ, পরমুখাপেক্ষী। পরের অধীন হতে হ'তে অবশেষে বিদেশী সুদখোরের অধীন হই, কাবলিওয়ালার অধীন হই ; বিদেশীয় বণিক্ আমাদের ভোগবিলাস সর-

বরাহ করতে আরম্ভ করে, ল্যাংকাশায়ার আমাদের বস্ত্র যোগায়, রেলী ব্রাদার্স কোম্পানীতে গোলামী করে জোটে আমার ক্ষুধার অন্ন। স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন শক্তি প্রায় লোকই হারিয়ে ফেলে। দেখতে দেখতে প্রবৃত্তিপরতন্ত্র মানব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতে শতধাবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি স্বার্থের জন্যই নিজেদের শাসনভার যা'-কিছু ধীরে ধীরে পরের হাতে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করে! এমনই ক'রে প্রকৃতির অমোঘ বিপর্য্যয়ে প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র, শ্রমপরাঙ্মুখ মানবমণ্ডলী ধীরে ধীরে পরের হাতে গিয়ে সমষ্টিগত পরাধীনতার কোলে গা ঢেলে দেয়—জন ও জাতি আত্মকর্ত্তৃত্ত্ব হারিয়ে ফেলে! দেশের তখনকার অগ্রণী ও নিয়ন্তাগণ ক্ষুদ্র আত্ম-স্বার্থ পূরণের লোভে হয়ত সমগ্র দেশটাকে এক মুহূর্ত্তে পরের হাতে, বিদেশীর হাতে তুলে দেয়, বা প্রবলতর বহিঃশক্তি এসে এমনতর দুর্ব্বল জাতিকে সহজেই বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে আত্মসাৎ করে নেয়।

বৃত্তিপরতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পদ যেমন সুদখোর আত্মসাৎ করে নেয়—পরিবার পরিজন

পুরুষানুক্রমে তার অধীনে বসবাস করে, জাতীয় জীবনও তেমনি দুর্ব্বিপাকে হয়ত সহস্র বৎসরের জন্য পরাধীনতার রাহুগ্রস্ত হয়।

জাতীয় আদর্শভ্রষ্ট প্রবৃত্তিমূঢ় মানবসংহতির জীবনের মানদণ্ড হয় শুধু অর্থ। সেবা ভুলে গিয়ে দাসত্ব হ'য়ে ওঠে জীবনাবলম্বন। মানুষ যে মানুষের সম্পদ—তা ভুলে যায়। দাসত্বের অর্থের পরিমাপে রচিত হয় বড় ছোটর মাপকাঠি।

এমনই আত্মকর্ত্তৃত্বহীন পরাধীন মানবমণ্ডলী পরের শাসন ভীতিতেই সংহত হ'য়ে দানা বেঁধে ওঠে। ভয় ও প্রবৃত্তিপূরণী অর্থলোলুপতা তাদের শাসক হ'য়ে ওঠে। আত্মস্বার্থ পোষণকারী আদর্শহীন বিজাতীয় শাসনতন্ত্র আনে অনার্য্যপুষ্ট, চারিত্র্যহীন গোলামী শিক্ষা—যা জাতির ব্যক্তিগত চরিত্র, ইচ্ছাশক্তি, কর্ম্মশক্তি সবকিছুকে পঙ্গু করে ফেলে—জাতীয় আদর্শকে বিকৃত ক'রে মানবকে হীনতর ক'রে তোলে, জাতির জীবন ও মস্তিষ্কে ঘুণ ধরিয়ে দেয়, জাতির ঐতিহ্য ও ইতিহাস লুপ্ত হ'তে থাকে—স্বাধীন চিন্তাশক্তি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে, প্রবৃত্তি মূঢ় ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদনা ছাড়া বৃহত্তর আদর্শকে

গ্রহণ করতে মানুষ অক্ষম ও পরাঙ্মুখ হ'য়ে ওঠে। ধীরে ধীরে জাতির মজ্জায় মজ্জায় ঢোকে বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা। কৃষ্টি হয় অবমানিত, কৃষ্টিবিরোধী পরানুকরণ হ'য়ে ওঠে উগ্র। আর তারই চরমে আসে প্রতিলোম সংস্পর্শ, বর্ণসঙ্করত্ব—ব্যক্তিজীবন, দাম্পত্যজীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রজীবন চুরমার হ'য়ে যায়। মানব সংহতির বিরাট সৌধ ধ্বসে গিয়ে সৃষ্টি হয় রাবিস্, ছাই আর ভস্মস্তূপ। জীবন্ত মানব সমাজ এমনই করে আত্মকর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা হারিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুশ্মশানের কঙ্কালস্তূপে পরিণত হয়—শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি, গৃধিনীর ভক্ষ্য হ'য়ে নিঃশেষ অনস্তিত্বে বিলীন হ'য়ে যায়।

"অবাধে ভাল করতে পারে
সেই তো স্বাধীন!
উচ্ছৃঙ্খলায় মরণ আনে
তাইত পরাধীন!"

কিন্তু সমস্তটারই মূলে আছে ঐ প্রবৃত্তির অধীনতা। আবার যখনই আমি একাদর্শে অনুপ্রাণিত হই, তখনই ঐ আদর্শকে তুষ্ট, পুষ্ট করতে গিয়ে আমি আমার প্রবৃত্তিকে করি নিয়ন্ত্রিত—প্রবৃত্তির অধীনতা ঘুচে গিয়ে ধীরে ধীরে আসে ব্যক্তি স্বাধীনতা।

একটা কুকুরও যদি প্রভুভক্ত হ'য়ে ওঠে, দেখা যায় ধীরে ধীরে তার প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা ঘুচে যাচ্ছে। প্রভুর টানে কেমন করে সে তার কাম, ক্রোধ, লোভকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেলছে। এঁটো পাতা নিয়ে ঝগড়া করছে—প্রভু যেই ডাক দিল অমনি সব ছেড়ে তার কাছে এসে হাজির হ'ল। কুকুরীর পেছনে কামার্ত্ত হ'য়ে ধাওয়া সে মুহূর্ত্তে তার প্রভুর সামান্য একটা ইঙ্গিতে ছেড়ে দিতে পারে। সারারাত ধরে প্রভুর গৃহরক্ষার জন্য ঘুম ছেড়ে দিয়ে সে চিরজাগ্রত প্রহরী, তার অলস মন্থরতা কোথায় মিলিয়ে যায়, চোখের বন্যভাব দূর হ'য়ে গিয়ে দেখা দেয় বুদ্ধির চেতন চঞ্চল দীপ্তি রেখা। প্রভুর তুষ্টি

আনতে গিয়ে দেখতে দেখতে কুকুরটার বন্য প্রকৃতির ঘটে এক আমূল বিচিত্র পরিবর্ত্তন। তার প্রভুকে কেন্দ্র ক'রে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের এক নূতন জগত তার নবোদ্ভিন্ন চেতনার নবীন জাগ্রত বোধনায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে থাকে। একভক্তির তীব্র-টানে প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত ক'রে সে স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করতে আরম্ভ করে।

কুকুরেরই যখন এমনতর হয়, মানুষের তো কথাই নেই! বোকা মা সন্তান হ'লে তার প্রতি টানে কেমন বুদ্ধিমতী হ'য়ে ওঠে। আবার দুরন্ত ছেলে মায়ের টানে তার প্রবৃত্তির অশোভন মূঢ় বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। বর্ষিয়সী কুমারীর উদ্দেশ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতা মনোমত পছন্দসই স্বামীর প্রতি অমোঘ টানে দেখতে দেখতে জাগ্রত, চেতন, বিচিত্র কর্ম্ম মুখর হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠের প্রতি আকুল তীব্র টানে কত মানুষের উচ্ছৃঙ্খল অন্ধ প্রবৃত্তিবেগ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে।

তেমনই আবার দেশের অনেক লোকই যখন একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁকে অনুসরণ করে—আর তাঁর জন্য খেয়াল ও যথেচ্ছাচারকে

উৎসর্গ করে, তখনই দেখতে পাই সে দেশ অপেক্ষাকৃত ঢের স্বাধীন হ'য়ে ওঠে। তাই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা তখনই স্বার্থক সফলতার দিকে চলে যখন সেই জাতির বেশীর ভাগ লোক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁতে আত্মসমর্পণ ক'রে প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা দূর ক'রে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হ'তে থাকে। Common interest self interest কে ছাপিয়ে উঠতে থাকে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে দেখি আমার পারিপার্শ্বিকের সাথে আছে আমার এক অচ্ছেন্য সম্বন্ধ। পারিপার্শ্বিক লোভী হ'লে আমার কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সামাজিকতা রক্ষার ব্যাপদেশে হয়ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে অবেলায় ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে খেতে গিয়ে লোভের হাতে পড়তে হচ্ছে। নিজে সুস্থ থাকলেও পাড়াপড়শীর রোগ প্রবণতার জন্য মহামারীর সময় রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ি। আমি কামুক না হ'লেও পাড়াপড়শীর সংসর্গ দোষে অলক্ষিতে কাম ভাব আমার ভেতরে বেড়ে উঠতে পারে। বিকৃত চরিত্র পাড়াপড়শীর ভ্রুকুটি ভঙ্গী আমাকে সহজেই ক্রুদ্ধ ক'রে তোলে।

তাহলেই দেখি পারিপার্শ্বিকের সেবা, তাদের উন্নয়ন আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা প্রধান উপাদান। অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক আমাকে স্বাধীন হ'তে দেয় না। তাই আমার স্বাধীনতার জন্য প্রথমত চাই পারিপার্শ্বিকের সেবা—প্রথমে প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক, পরে পরোক্ষ। প্রথমে পরিবার পরিজনকে একাদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা—সেবা সামর্থ্য দিয়ে; তারপর এই পরিজন পরিধি ক্রমশঃ ব্যাপকতর ক'রে তোলা—বহুতরের স্বার্থকেন্দ্র হয়ে ওঠা।

আমি আছি আর আমার পারিপার্শ্বিক আছে। এই পারিপার্শ্বিক যখন আমাকে প্রবৃত্তির অধীনতাধশতঃ নিয়ন্ত্রিত, বশীভূত করে তখনই আমি হই পরাধীন। আর এই পারিপার্শ্বিককে যখনই আমি সেবাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে বশীভূত করি তখনই আমি হই স্বাধীন। একথা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য।

রাজনৈতিক অনধীনতা আর স্বাধীনতা দুটো ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটা অনেক রকমেই হ'তে পারে, দ্বিতীয়টা লাভ করতে গেলেই চাই ব্যক্তির ও জাতির সর্ব্ববিধ সংস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন, "মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতা তখনই পায়, যখনই তার সত্তাটাকে পারিপার্শ্বিক তা'র প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে সাবাড় করতে না পারে—বরং মানুষের আদর্শপ্রাণ প্রবৃত্তিগুলি পারিপার্শ্বিকের সেবার ভিতর দিয়ে তাদের প্রত্যেককে সন্দীপ্ত ক'রে বৃদ্ধির দিকে অবাধ ক'রে তোলে। তখনই সেই মানুষটি হয় তা'র পারিপার্শ্বিকের Common interest, আর তখনই সে স্বাধীন।"

আবার বলেন, "জনকে ক্রমোন্নতির দিকে বাঁচা-বাড়ার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী করে নিরন্তরতায় চালনা করাই হচ্ছে সেবা—আর এই জন দিয়েই হচ্ছে জাতি।......অমন করেই তো স্বাধীনতা প্রকৃতি নিংড়ে আপনি বেরিয়ে আসে। এতে কোন দিন কোনও রকম বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে হয় না—এই তো আমি জানি!"

"স্বাধীন হবে কে? জন তো? না, জন বাদ দিয়ে হাওয়ায়-ঝোলা জাতি নামধেয় এমনতর কোন কিছু যা' নাকি মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর? তাই যদি হয় তা'তে যে আমাদের লাভ কোথায়

তা'তো কিছুই বুঝতে পারা যায় না।"

আবার—"Majority-র (অধিকাংশের) ঐ অমনতর বাস্তব natural mood and interest আনা ছাড়া লাখ রাষ্ট্রীয় অধিকার কি কাউকে ও কিছু করতে পারে, না পেরেছে?"

"আর অমনতর হ'লেই স্বাধীনতা আপনা আপনি জাতিগত ভাবে আসবে, নতুবা আর কী ক'রে আসবে?"

আর পাশ্চাত্য দেশের মত তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ ক'রে—যে স্বাধীনতার চরমে আজ দেখছি রক্ত-পিছল পথ আর মারণাস্ত্রের বিচিত্র সম্ভার—কোনই সার্থকতা নেই। চাই এমন স্বাধীনতা আনা যা'তে এই সহস্র বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হ'য়ে জগতের তথাকথিত সকল স্বাধীন জাতিকে স্বাধীনতার এই নবীন মন্ত্রে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারি। বাংলার এই অভিনব স্বাধীনতার আদর্শ জগতকে অভিনব মুক্তির বার্ত্তা শুনিয়ে প্রকৃত স্বাধীন করে তুলবে।

আর একটা কথা উঠেছে—আগে দেশ, তার পর ধর্ম্ম। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন, "দেশ কথাটার উদ্ভবই হয়েছে আদেশের থেকে। (দিশ্ ধাতু থেকে হয়েছে দেশ। দিশ্ ধাতু মানে আদেশ করা)। আদেশ আসে Ideal বা আদর্শ থেকে, আর আদর্শে আছে জীবন ও প্রেম—love and life. তাহ'লে Ideal first হওয়া উচিত। আর সেই আদর্শকে যা'রা অনুসরণ করে তা'রা যেখানে বাস করে, সেটা 'দেশ' নামে অভিহিত হয়। তাহ'লে হওয়া উচিত Ideal first, then country". আগে আদর্শ, তার পর দেশ। আর আদর্শ প্রাণ-তারই নামান্তর ধর্ম্ম—যা আমাদের জীবনবৃদ্ধিকে ধ'রে রাখে, অক্ষুণ্ণ রাখে, অটুট রাখে।

"দেশের সেবার ধূয়ো ধ'রে
জানিস্ কি যে করছিস্ তা!
কি পেতে কী করতে হয়
আছে কি তার দর্শিতা ?

ইষ্ট হারা ধর্ম্ম যেথায়
কিংবা ধর্ম্ম নেই
দেশ কোথা তার শুধু চীৎকার
শেয়াল ডাকে ফেই।"

তিনি আরও এক জায়গায় ব'লেছেন,—"যাদের এমনতর আদর্শ নেই যাঁর আদেশ না মেনে চল্লে মানুষের being and becoming—অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি উপোস ক'রে অবসাদে অবসন্ন হ'য়ে মৃত্যুতে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—বাঁচা আর বাড়ার আকুতি যদি এমন কোন আদর্শের আদেশ আঁকড়ে ধ'রে লাখ ঝঞ্ঝার দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে না চলে, তাদের বা সে দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খা বিকারী রোগীর চিন্তা ও প্রলাপের মত—এই তো আমি বুঝি!"

"এক আদেশে চলে যারা
তাদের নিয়েই সমাজ গড়া।"

"সমাজে আন ইষ্টায়ন
একতন্ত্রী সংগঠন।"

"এক ত্রাতা এক প্রাণ
তন্ত্র একে অধিষ্ঠান।"

এই আদর্শ মানে তিনি কোন ভাব বা কল্পনা বোঝেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—

"আদর্শ মানে—সহজ কথায় এমনতর একটা জ্যান্ত মানুষ যে তার প্রিয় পরমের অকাট্য পীরি-তের খাতিরে তার প্রিয়কে তার নিজের ভিতর দিয়ে পারিপার্শ্বিকে—সেবায়, সাহচর্য্যে, সমবেদনায়—তা'র বহুদর্শিতাকে নিয়ে, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দীপ্ত ক'রে, একটা সহজ উন্মাদনায় দুঃখকষ্টকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে প্রতিষ্ঠা করে ; আর তা'রই ভিতরে মানুষ দেখতে পায় তা'র পথ—যা'তে তারা জীবন ও বৃদ্ধিকে সহজ ও অটুট ভাবে আলিঙ্গন করতে পারে।"

নেতৃত্বের লক্ষণও তিনি সুনির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে-ছেন। আজকাল নেতার অভাব নেই, কিন্তু কোন নেতাকে অনুসরণ করলে মানুষ উন্নতিলাভ করে আর কোন নেতাকে অনুসরণ ক'রে মানুষ ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত ভাবে অধোগতি লাভ করে—তার সনাতন আর্য্যসঙ্কেতকে উপেক্ষা করলে অমঙ্গল সুনিশ্চিত!

নেতা যে হবে সে যদি কোন জীবন্ত আদর্শ বা ইষ্টের অনুসরণ না করে, তার নিজের প্রবৃত্তিগুলিই নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে নিজেই বৃত্তির অধীন সে তো নিজেকেই চালিয়ে নিতে জানে না, পারে না—সে আবার অপরকে চালিয়ে নেবে কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "যে নিজেই নিয়ন্ত্রিত নয়, নিজেকেই চালিয়ে নিতে পারে না তা'র আদর্শ-পথে—অর্থাৎ আদর্শে যা'র এমনতর আসক্তি কিছু নেই, যা'তে সে তৃপ্ত হ'য়ে, সর্ব্বতোভাবে তাঁকে তৃপ্ত করার আকুতিতে, পারিপার্শ্বিকের ভিতর তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য সেবায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, সেবা ক'রে মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দীপিত ক'রে আদর্শে ধন্য হওয়ার আকাঙ্খা যা'কে পাগল ক'রে তোলে নি—এমনতর কেউ যদি নেতা হ'তে যান, তাকে তো পারিপার্শ্বিকই বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে—আর হতাশাই তো তা'র সম্বল! যে মিলিতই হয় নি, সে আবার বিভিন্নের মিলন কি ক'রে ঘটাবে ?"

"গণ্ডী স্বার্থী হবে যে
নকল নেতা জানিস্ সে!"

আবার বলেছেন, "আদর্শ যার বাস্তবে অটুট

আবার শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "একথা ঠিকই—যা'র গুরু বা আদর্শ নাই—আদর্শ বা গুরু বলে' মানা যার কুষ্ঠিতে ভগবান লেখেন নি, সে পতিত নিশ্চয়ই —আর, সে যত enlightened-ই হোক, তা'র পতনও তত enlightenedly।"

"জ্ঞানের আলোয় হ'স্ না যতই
ঝক্‌মকে আর আলোকিত
ইষ্টস্বার্থে না-ই যদি হয়
সবকিছু তোর একীকৃত।
এ যদি না হ'তে পারিস্
ও কিছু নয় যা-ই না করিস্
আলোর বিপুল ঝরার মত
ঝক্‌ঝকে তোর পতন তত!"

"এমনতর মানুষের কোন জানার সাথে কোন জানার সাধারনতঃ কোন সমাবেশ ও সার্থকতা নেই!

মনের এই বৃত্তিগুলি যখন সে ছাড়া অন্য কোন ইষ্ট বা আদর্শে ভালবাসার টানে সার্থক হ'য়ে আদর্শকে

প্রতিষ্ঠা করতে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, তখনই এগুলি ক্রম generalisation-এ বিন্যস্ত হ'য়ে, একটি আর একটিকে fulfil ক'রে পর্য্যস্ত হয়—আর তখনই হয় তার বৃত্তিভেদ। তার বৃত্তিগুলি যেন আদর্শসূত্রে পারম্পর্য্যে গ্রথিত হ'য়ে দীপ্তি পেতে থাকে—আর তখনই সে Normal man।

তাই, নীতি যখন এমনতর মানুষের বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা' প্রকৃত রাজনীতি হ'তে পারে। তা' ছাড়া অবিন্যস্ত বৃত্তিভূতে-ধরা ভীমকর্ম্মা কোন পুরুষ ধুরন্ধরের হাতে পড়ে' নিয়ন্ত্রিত হ'লে যা' হবার তা' হবেই—যুদ্ধ ও অস্ত্র ছাড়া তার কাছে সেবার সরঞ্জাম উত্তম আর কী হ'তে পারে ?"

"অবাধে ভাল করতে পারায়
স্বাধীনতা কয়
উচ্ছৃঙ্খলের প্রশ্রয় পাওয়া
স্বরাজ কিন্তু নয় !"

আর "রাজনীতি কখনই কৃতকার্য্য হ'তে পারে না, আদর্শ বা ইষ্টনীতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবমানিত হ'য়ে ম্লানমুখে, করুণ-চক্ষুতে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। তাই সমাধানই সেখানে, আদর্শ বা ইষ্ট-

প্রাণতা যেখানে উদ্দাম, মুখর ও মুক্ত—আর রাজনীতি সেখানেই বাস্তবিক রাজনীতি!”

“আমার রাজনীতি হ'চ্ছে এই—কোন পারিপার্শ্বিকের কাহারও জীবন ও বৃদ্ধিকে পুষ্ট না ক'রে যদি কেউ বাঁচতে চায়, পুষ্ট হ'তে চায়, তা'র ক্রমাগত আপ্‌শোষই পুষ্ট হ'তে থাকে—আর সে আপ্‌শোষের বাঁচা ভীম-পরাক্রমে মানুষের অস্তিত্বকে হীনতায় অবসন্ন করতে থাকে। তাই পারিপার্শ্বিকের সেবা ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ—আর এই-ই প্রকৃত রাজ বা শ্রেষ্ঠনীতি।”

(৭)

"যে নীতিতে বাঁচাবাড়া
হ'তেই থাকে বীর্য্যহীন
তারেই কি কয় ধর্ম্মনীতি
রাজনীতি কি সেই রে দীন ?
ধর্ম্ম যেথা বাঁচাবাড়ায়
মুখর চলায় বীর্য্যবান্
ধর্ম্মনীতি তারেই জানিস্
রাজনীতিও তাই ধীমান্।"

আবার স্বরাজ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "স্বরাজ বলতে ইংরাজ বিদ্বেষ বুঝিনা। স্বরাজ মানে এই বুঝি—আমার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে যা' যা' করা উচিত তা যদি করতে পারি, তাহ'লে সত্য স্বরাজ লাভ হয়। ভিতর এবং বাহির এই উভয় দিকেই যখন স্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তখনই প্রকৃত স্বরাজ পেতে পারি। ইংরাজ যদি তাহাতে শত্রু হয় সে আপনি চলে যাবে—মিত্র হ'লে সে আমাদের সঙ্গে amalgamated হ'য়ে পড়বে।

ধরুন, কারু শরীরে যদি Tuberculosis-এর

বীজাণু থাকে ডাক্তারেরা চেষ্টা করেন যা'তে তার স্বাস্থ্য ভাল হয়—সেজন্য ভাল খাওয়া দাওয়া, fresh air প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। যখন রোগী সেরে ওঠে—তখন বলে he is out of danger. সেরূপ আমাদিগকেও আগে স্বাস্থ্য লাভ করতে হবে।"
শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—

ইষ্ট স্বার্থে নিজেরে যদি
না'ই করলি নিয়ন্ত্রিত
হিংসা দ্বেষে ভাবছ স্বরাজ
হবে তোমার হস্তগত ?
পড়শী নিয়ে নিজে যবে
ইষ্ট পথে পারবে যেতে
প্রায়ই যখন প্রায়ের হবে
সহায় সম্পদ হৃদয়েতে
চাওয়ার স্বরাজ উবে গিয়ে
বিজয় গানের মূর্চ্ছনায়
হেলে' দুলে' সাম নাচনে
আসবে স্বরাজ স্বস্তিবায় !

আমরা অনেকে মনে করি, ইংরাজের স্বার্থে যখন আঘাত লাগবে তখন সে এইসব সংগঠনী

প্রতিষ্ঠান নষ্ট ক'রে দেবে। পরাধীন যতদিন আমরা থাকব ততদিন আমরা কিছুই করতে পারব না—দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা স্বাস্থ্য লাভ ক'রব কেমন ক'রে? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এর তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলেন, "নষ্ট যাহা হইয়াছে—আমাদের দোষে হইয়াছে। দোষ যদি আমাদের না থাকিত, কেহ নষ্ট করিতে পারিত না।"

আর "অধীনতা দ্বারা আমাদের activity-র সংকোচ হওয়া অপেক্ষা আমরা বেশী নষ্ট হইয়াছি served হইয়া, অর্থাৎ আমাদের যা কিছু আবশ্যক জিনিস তাহার service অন্যের নিকট হইতে পাওয়ায় আমরা বেশী নষ্ট হইয়াছি—তা'র তুলনায় অধীনতার অনিষ্টকারীতা ঢের কম!"

"গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা করিবার ইচ্ছা যদি আমার মধ্যে একদম না থাকে, তাহা হইলে আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তাহারা বাধা দিবেনা। কারণ, আমার আবিষ্কার শুধু বাঙ্গালী জাতির জন্য নয়—মানব জাতির জন্য!"

প্রকৃত স্বরাজ পেতে হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন আমাদের গৃহ-সংস্কার আগে করতে হবে—আগে চাই

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, industry এবং সমাজ!

"Reform বাদ দিয়ে যদি স্বরাজ লাভের বুদ্ধি করি, তা' হ'লে তো হয় না! যা' পেতে চাই, তা যেমন ক'রে করলে পাওয়া যায়,—তেমন ক'রে না করলে যেমন কখনই তা' পাওয়াটা হবে না—সে জন্য কিছু পেতে হ'লেই তদনুযায়ী reformation-টা হওয়াই চাই। তারই জন্যে যেখানে যেমনতর adjustment দরকার, তাই করণীয়। তা' হলেই পেতে হ'লে পাওয়ার আনুপাতিক reformation-টাই basis ক'রে চলা প্রয়োজন।"

"তাতে slow work হয় বটে, কিন্তু Successful হ'লে পরে সেটাই চারিদিকে চারিয়ে যায়—কারণ, মানুষের স্বভাবই Success-টাকে আঁকড়ে ধরা। যেমন পাবনায় একটা গেঞ্জীর কল হ'ল—আর বহু গেঞ্জীর কল হ'ল সাথে সাথে। তবে জনশক্তি বৃদ্ধি করতে হ'লে সমস্ত reformation-গুলির Centralisation হওয়া উচিত।"

তিনি বলো, প্রকৃত স্বরাজ লাভ করতে "reformed হওয়ার পরে কুড়ি বৎসর more than Sufficient." আর সংস্কার সাধন করাটা কতটুকু

সমন্ধে বেবে "তাহা আমাদের activityর উপর নির্ভর করে। যতদিন একজন বড় হইতেছে দেখিলে অন্যের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইবে—সি, আর, দাশ নেতা হইয়াছে—আমি পারিলাম না এই ভাব মনে আসিবে ততদিন কিছু হইবে না। প্রথমে এই ভাব যাওয়া চাই।

তার পরে এদেশে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র থাকি। বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ আছেন, খৃষ্টানদের যীশু, মুসলমানদের মহম্মদ আছেন—যতদিন ইঁহাদিগকে গালাগালি দিব, যতদিন ইঁহা-দিগের উপর regard না আসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।"

তাই সৎসঙ্গ অধিনায়ক পরম ব্যথায় বলেছেন—

"আপন ধাঁধায় থাকলি ব্যস্ত
পরের ভাল দেখলি না
অন্যের ভালয় পেট কামড়ায়
কতই পাস তুই লাঞ্ছনা!
লাখ দলেরই নেতা তোরা
এক আদর্শে আস্থা নাই

nic life, life of home and humour, life of acquisition and activity, Social life, life in riches and rights.

এ আবার একটা uphill, Prosperous and profitable enjoyment-এর ভিতর দিয়ে acquire ও enjoy করতে গেলেই কতগুলি individual as well as Collective factors এসে দাঁড়ায়—যেমন time অর্থাৎ expediency, inventions and out-put, agriculture, industry and commerce rent and rates.

আবার এই চলনায় চলতে গেলেই কতগুলি draw-back কে প্রায়শঃই face ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে দাঁড়া'তে হয়ই—যেমন unemployment, war, accidents and differences, designings and culprits."

সমষ্টিগত জীবন ব্যক্তিজীবনেরই পূর্ণ পরিণতি। আর তারই জন্য উদ্ভাবন, উৎপাদন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রয়োজন।

"প্রবৃত্তি তোর যা-কিছু সব
এক নিয়ামক যতই হবে
ততই জানিস্ সার্থকতায়
সামঞ্জস্যে বিনিয়ে রবে।
এই আদর্শে পড়শী স্বার্থ
বাস্তবে আপন থাকলে হ'তে
ওর সাথেতে আপনি আসবে
নেতৃত্ব তোর অলক্ষিতে।
জননিয়ামক আধিপত্য
দণ্ডবিধি আসবে সাথে
সৈন্য সহ রাজ্য নিয়ে
আসবে মুকুট আপনি মাথে!"

(৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গ আন্দোলনের গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—

"অভিষ্টটি পেতে গেলেই
সেই করণে চলতে হয়
যা' ক'রে যা' পেতে হবে
না ক'রেও কি তাইরে পায় ?
সংস্কারের পথ এড়িয়ে চ'লে
স্বরাজই কি চাস্ তোরা
চাষ আবাদ কিছু না করেই
পাস্ কিরে ক্ষেত ধানভরা ?"

পূর্ব্বেই ব'লেছি, স্বরাজ মানে এই বুঝি, ভিতর এবং বাহির এই উভয় দিকেই যখন 'স্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তখনই প্রকৃত স্বরাজ পেতে পারি। এখন বাহিরে 'স্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লেই—চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, industry ও সমাজ। "সমাজে আনতে হ'বে—Progressive mood, marriage reform বা বিবাহ সংস্কার, আর Industry. স্বাস্থ্যে আনতে হ'বে—Normal diet and

mode of living, normal exercise through activity, আর elevative engagement.

Industry-তে আনতে হবে—Service basis, profitable management আর continuity ; আর এ-সব আসে যথার্থ শিক্ষা হ'তে।

তাই শিক্ষায় বিশেষ ক'রে আনতে হবে—elevative itnellectualism, আর Practical ও Industrial training."

সৎসঙ্গের জাতিগঠনের কর্ম্মপদ্ধতি এই। এখন এর প্রত্যেকটি কথা ঠিক ঠিক বুঝে আমাদের কর্ম্মপন্থা সুনিশ্চিত করে নিতে হবে—তবেই বাইরে আমরা 'স্ব'কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জাতির বাস্তব সংস্কার সাধন করে প্রকৃত স্বরাজের অধিকারী হব।

"সৎসঙ্গী" মানেই যে সংকল্প ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ ক'রে জাতি সংগঠনে অগ্রসর হ'য়েছে।

সৎসঙ্গ আন্দোলনে নরনারীর বৈশিষ্ট্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নর এবং নারীর সম্বন্ধ যদি বিকৃত হয় সমাজ বিকৃত হ'য়ে পড়ে। উভয়েরই বৈশিষ্ট্য যদি পুষ্ট না হয় তবে নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়।

প্রথমেই আমরা দেখব সমাজ সংস্কার ঠাকুর কি ভাবে করতে বল্লেন। তিনিই আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, "Progressive mood মানে higher Ideal-এ love আর admiration—যেমন বুদ্ধদেবের প্রতি admiration অশোকের ভিতর দিয়ে সম্ভব ক'রে তুলেছিল এমন একটা সাম্রাজ্য যা' এখন কল্পনা ক'রেও আনা যায় না।

এই Progressive mood অর্থাৎ উৎকর্ষ-প্রবণ মনোবৃত্তি যেমন ক'রে আসে, তাই করা লাগবে। এটা আনতে গেলে চাই ঐ জাতীয় ভাবগুলি জাতির ভিতর চারিয়ে দেওয়া—যেমন দিয়েছিল নীট্শে, যেমন দিয়েছিল মার্কস্, লেনিন। Progressive mood যা'তে বজায় থাকে, এমনতর

idea Publish করা, বিরোধী Publications discourage করা, স্কুল কলেজগুলিকে mould করা—তার জন্য চাই যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার, উপন্যাস, বায়োস্কোপ, রেডিও, বক্তৃতা, নাটক—আর নূতন ধরণের পাঠ্যপুস্তক—Elevating Literature."

উচ্চের প্রতি, আদর্শের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ব'সেছি। উচ্চে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার—বড়কে না মানার—একটা বিভীষিকাময় আবহাওয়া দেশময় চারিয়ে গেছে। এই মরণ-স্রোতকে প্রতিরোধ করতে হ'বে। তাই ঐ উৎকর্ষপ্রবণ মনোবৃত্তি ছোট ছোট পুস্তিকার মধ্য দিয়ে গল্পের ভিতর দিয়ে, নাটকের মধ্য দিয়ে প্লাবনের মত দেশের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য স্কুলপাঠ্য পর্য্যন্ত নতুন ক'রে লিখতে হ'বে—আর জন সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করার আধুনিক সব রকম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এমন ক'রে আদর্শানুরাগের বিদ্যুৎপ্রবাহে জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হ'বে, আন্দোলিত ক'রে তুলতে হবে। সমাজ সংস্কারের জন্য এটা আমাদের এখনই আরম্ভ

করা হ'য়েছে—আরও ব্যাপকভাবে করতে হবে!

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

"বিবাহে গোলমাল হ'চ্ছে,—কার বউ কে নিয়েছে—তাই সব activity থেমে গেছে! বিবাহ সংস্কার হ'লেই কর্ম্মমুখর শ্রমশিল্প আসবে!"

"বিবাহে হবে বৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী, যে হবে পুরুষের সহধর্ম্মিণী,—আমার আদর্শে বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ানটাই শুশ্রূষায় ও সেবায় যার হবে আনন্দের, তৃপ্তির, পুষ্টির—আর তার ফলে তো industry হোক, আর যা-কিছু হোক আসবেই!"

আমাদের সমাজকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ধারণ ক'রে রাখে একদিকে আমাদের আদর্শানুরাগ, অন্যদিকে সহধর্ম্মিণীর উদ্দীপনা! তবেই জাতি উন্নতিমুখর হ'য়ে চলে। আদর্শানুরাগও নেই আবার বিবাহও ঠিকমত হয় না। তা'তে প্রত্যেকটি ব্যক্তি বহুমুখী হ'য়ে স্বল্পবীর্য্য হয় আবার সুসন্তানের উদ্ভব হয় না। কারণ বিবাহ ঠিক না হ'লে, বৃত্ত্যনুসারিণী সহধর্ম্মিণী না হ'লে সুসন্তানের জন্মদান করতে তো পারিই না, পশুরমত শ্রদ্ধাহীন সন্তানপ্রসূ হই—আবার feeble-minded, শ্রমবিমুখ

বেকার, Cretier, idiot, born criminal, moron প্রভৃতিতে জাতি ও সমাজ ভরে যায়—বিবাহ ঠিক না হ'লে সন্তানও হয় অল্পজীবি, স্বাস্থ্য-হীন—অকালে জরা ও বার্দ্ধক্য এসে আমাদের ঘিরে ধরে। তাই, জাতির মরণের অগ্রদূত হ'চ্ছে আদর্শ-হীনতা আর বিবাহে গোলমাল!

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "এই বিবাহ ব্যাপারটা যত শীঘ্র rectified হবে, দেশের atmosphere-ও তত শীঘ্র পরিষ্কৃত হ'তে থাকবে—'becile' personality-ও ততই grow করতে থাকবে! আর তা' দিয়ে তখন আদেশ, দশ ও দেশ সবগুলিই উন্নত হবে!"

"এখনই আমরা—বয়স্থা হ'লে, মেয়েদের consent নিয়ে তাদের সম্বন্ধ সংঘটন করতে পারি। Consent নেওয়া তাদের দিক দিয়ে যাদের Puberty set up করেছে। আর ব্রাহ্ম বিবাহ ভগবান মনু সেখানেই ব্যবস্থা ক'রেছেন, ঋষি বা তত্তুল্য বর যেখানে!"

"মেয়েদের ভিতর এখন থেকে একটা সংস্কার জন্মিয়ে দিতে পারি—বিয়ের আগে কোন পুরুষকে

চাই ; সঙ্গে সঙ্গে husband and wife এর difference of age থাকা চাই।”

“বিবাহের সময় স্ত্রী-পুরুষের পনের হইতে কুড়ি বছর বয়সের পার্থক্য থাকা চাই!”

“স্ত্রী যদি অমনতর ছোট হয়, সে স্ত্রীর সংসর্গ পুরুষকে দীর্ঘজীবী করে আর সমবয়স্কা হইলে উভয়ের ভিতর equal deterioration ঘটে—কেহই পরিপুষ্ট হয় না। সমবয়সী হইলে knowledge-এর equality থাকে—সাধারণতঃ স্বামী তা'র অনুসরণীয় হয় না।”

“যে পুরুষ কামুকতায় inclined হ'য়ে বিবাহ করতে চায় সে বিবাহ ব্যাপারে একদমই অনুপযুক্ত,—আর যতদিন তার অমনতর সম্বেগ থাকে ততদিন তা'র বিবাহ করাই উচিত নয়।”

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, “এগুলি immediately আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—এখনই এগুলির নিয়ন্ত্রণ আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব নয়।”

“তা'র সাথে দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে অনুলোম eugenic relation—যা'র ভিতর দিয়ে প্রত্যেক পরিবার পরস্পরের সাথে normal fulfilment-এর inte-

rest-এ interested হয়। এইগুলি হ'চ্ছে স্বাভাবিক Cementing factors in human Society—যা' আমি বুঝি। এটা যেখানে যত correctly adjusted, সে জাতি বা সমাজের becoming ও তেমনি rightly accelerated."

"আর এর ভিতর দিয়ে যে advent of hereditary instincts through অনুলোম eugenics হয়, সেগুলি জাতি ও কৃষ্টির একটা মহান্ সম্পদস্বরূপ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন প্রচলিত বিবাহের এখনই আমূল সংস্কার করতে হবে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন করতে হবে। উচ্চবর্ণের পুরুষ যদি নিম্নবর্ণের নারীকে বিবাহ করে তারই নাম অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ। তাতে শতধা-বিচ্ছিন্ন সমাজের বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি রক্তের বাঁধনে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে উঠবে —আর সুপ্রজননে জাতি বীর্য্যবান্ হ'য়ে উঠবে। বংশপরম্পরায় বিভিন্ন বর্ণের বৈশিষ্ট্য সহজাতসংস্কার-রূপে প্রতিব্যক্তিতে বিকশিত হ'য়ে ওঠে—বিজ্ঞান, Science of heredity—বংশানুক্রম বিজ্ঞান,

সুপ্রজনন বিজ্ঞান আজ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে—আর প্রতিলোম সংস্পর্শে বিকৃত চণ্ডাল জাতীয় সন্ততির উদ্ভব হয়।

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর আজ তারস্বরে ঘোষণা কর‍্ছেন, "সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়—যখনই সমাজে uphill eugenic relation অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ যে কোন কারণেই restricted হ'য়ে চলতে থাকে, তারপর থেকে uplifting eugenic bridge ভেঙ্গে গিয়ে অদর্শহারা isolated division-এ বিভক্ত হ'তে হ'তে, পরস্পরের ভিতর অবজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে, জনসাধারণের ভিতর প্রতিলোম সংস্পর্শী tendency majority-তে চারাতে চারাতে সমাজ demoralising destructive demolition-এর দিকে goaded হ'তে থাকে। আর, তারই ফলে আসে পরস্পরের ভিতর fellow-feeling হারা অকৃতজ্ঞ treacherous betrayal, আদর্শ-অবশ প্রবৃত্তি-উচ্ছল egoistic sham বৃত্তি-তান্ত্রিকতা। আর, এই প্রতিলোম স্পর্শের instinctive characteristic হ'চ্ছে—Superior-দের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে, তাদের inner fulfilling

instinct-গুলিকে কোনরূপ nurture না দিয়ে' তাচ্ছিল্যের স্রোতে ভাসিয়ে, treacherously অবজ্ঞার সহিত সেগুলিকে enjoy করা—আর অনুলোমে একটা heroic শ্রেষ্ঠানতির সহিত ঐগুলির ঠিক উল্টো হয়।

"তাই অনুলোম যে ধর্ম্মদ—তাই শাস্ত্রানুমোদিত, আর প্রতিলোম যে ঠিক তা'র উল্টো—তাই নিন্দনীয়—একথা পুরুষ-নারী নির্ব্বিশেষে একটা সহজ সংস্কারের মত ক'রে সমাজে সবারই ভিতর চারিয়ে দিতে হবে।"

আবার শাস্ত্রের বিধান প্রথম বিবাহ সবর্ণ হওয়া চাই। এর থেকেই কোন কোন স্থানে বহু বিবাহও স্বতঃই প্রবর্ত্তন করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "পুরুষের থাকবে ইষ্ট বা আদর্শ নিষ্ঠা—পুরুষের স্ত্রী-নিষ্ঠা আবার কি? এ একটা অসম্ভব ব্যাপার! স্ত্রীর প্রতি থাকবে পুরুষের মমত্বদীপ্ত ভালবাসা—স্ত্রী হবে তার সহধর্ম্মিণী। পুরুষের স্ত্রীনিষ্ঠা যখনই হয়, জাতি তো তখনই সাবাড় হওয়া সুরু করে—আর ব্যাপারও তাই হ'য়েছে!

স্ত্রীনিষ্ঠা যদি হয় তবেতো বহু স্ত্রী হ'লে সর্ব্ব-

নাশের ব্যাপার—একটা বিরাট ঘনীভূত কিম্ভূতকিমাকারে পর্য্যবসিত হয়ই বা হবেই। সেই পুরুষই বহু স্ত্রীর স্বামী হ'তে পারে ইষ্টনিষ্ঠা যা'র actively অটুট ও আপ্রাণ! তাই, অমনতর ইষ্টনিষ্ঠ পুরুষের যদি বহু স্ত্রী হয় এবং উপযুক্ত ভাবে বিধিমাফিক যদি উপগত হয়, তা'হলে সমাজ ও দেশ তেমনি মহান্ সন্তান সন্ততিতে ভরপূর হ'য়ে উঠবে!"

"তাই আমি বলি—পুরুষ যদি উপযুক্ত হয়, ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট ও আপ্রাণ থাকে,—জীবনটা যা'র একটা incessant বিজলী-রেখার মতন দীপ্তি দিতে দিতে ব'য়ে যায়, তারই বহুবিবাহ সমীচীন,—সমীচীন কেন, নিতান্তই দরকার। আর যা'রা স্ত্রীতে inclined হ'য়ে পড়ে, স্ত্রীনিষ্ঠা ভূতের মতন যা'দের ঘাড়ে চে'পে বসে, তাদের একটা বিয়ে তো দূরের কথা, মেয়েদের মুল্লুকেই যাওয়া উচিত নয়! তাদের নিজেদের Sexual Satisfaction-এর জন্য জাতিটাকে—বর্ণ ও জীবনগুলিকে কি জাহান্নামে দেওয়া উচিত?"

আর আনতে হবে "work-এ amusing mood. যেমন lover কোন একটা কাজ করতে

বলল, আর অমনি লাফাতে লাফাতে চলে যাই—work-এ এইরকম amusing mood এলে তবে আমরা industrious হব। Marriage reform হ'লেই industry আসবে!"

আর চাই শাস্ত্র-বিধিমাফিক যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দ্বিজ ব্রাত্যগণের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ। এমনি ক'রে আমাদের পাতিত্য দূর হবে—আমরা আবার সত্যিকারের আর্য্যদ্বিজ হব।

অতএব আন ইষ্টৈকপ্রাণতার বিপ্লব—যা'র ইষ্ট নাই সে পতিত—সে বিয়েরই অধিকারী নয়। আন বিবাহ সংস্কার, প্রবর্ত্তন কর অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, দৃঢ়হস্তে প্রতিরোধ কর প্রতিলোম সংস্পর্শ। উপযুক্ত, শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলন কর—আর পাতিত্য দূর কর—উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ক'রে। দেখতে দেখতে জাতি সুসন্তানে ভ'রে উঠবে নারী হবে আদর্শ মাতা, বীরপ্রসবিনী,—সমাজ হবে ঐক্য-বদ্ধ—একাদর্শে গ্রথিত!

অবনত জাতির ভিতর প্রধান লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায় এই—সে দেশের লোকগুলি কেমন লক্ষীছাড়ার মত। তা'দের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাও নেই, কোন কিছুর বিচার ক্ষমতাও নেই, আর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে তা'দের 'স্ফূর্ত্তিত' হয়ই না বরং জল ছাড়া মাছের মত অবস্থা হয়। শিক্ষায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলেন—

"আসল কথাই হচ্ছে পিতামাতার ভিতর attachment. স্ত্রী পুরুষকে যেমনতর ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমন্ত্রণ করে সন্তানের Pre-natal tendencies-ও তেমনতর হয়। তাহ'লে ধরতে গেলে ধাতু, চরিত্র আর শিক্ষা নির্ভর ক'রছে পিতামাতার উপর—মুখ্য এবং গৌণভাবে। আর শিক্ষা-সংস্কার মানে সেই সংস্কার বা সম্যক করা, যা' আমাদের elevation ও upliftment-এর দিকে নিয়ে যায়।" এ কথাটা বুঝতে হ'লে একটু তলিয়ে দেখতে হবে। যে মায়ের স্বামীর প্রতি এমনতর আসক্তি নেই যা'তে অন্য কোন প্রবৃত্তি তাকে

স্বামী হ'তে বিচ্যুত করতে পারেনা—সে মায়ের ছেলে প্রবৃত্তিমুখী হবেই। সন্তানের জন্মদান যদি ঠিকমত না হয় সকল রকমের শিক্ষাই সেখানে ব্যর্থ। তাই বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলে, "children must first be bred then educated, you can't have silk out of a cotton tree."

আবার "শিশুকে ভালভাবে পালন ক'রতে হ'লে প্রথমেই চাই পিতামাতা এবং পরিবারের এমনতর চালচলন, যাতে সেই impression গুলি উত্তর জীবনে তাকে elevation এর দিকে নিয়ে যায়। আর, ওখানে গলদ হ'লেই—বিশেষতঃ মাতাপিতা ভাই বোনের ভিতর—তা' uproot করা বড়ই কঠিন সাধ্য; তা' তা'র জীবনকে অসংযত, বিকৃত, অবনতি প্রবণ ক'রে তুলবেই।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ব'লছেন—"Education-এ Primarily আনতে হবে elevated intellectualism. যাতে admiration for higher Culture, admiration for heroes আসে,- যাতে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা adjust ক'রতে পারে কোনটা favourable, কোনটা unfavourable

—তাহাই elevated intellectualism. কোন একটা অন্যায়—যেমন হিংসা বা নিন্দা—কেন ক'রব না, আর তাতে Convinced হওয়া—একেই বলি elevated intellectualism."

"Student-দের ভিতর কোন ideal infused হ'চ্ছে না—এতে বোঝা যায়, শিক্ষকেরা ideal-এ lacking! First and foremost duty of a teacher হ'ল to put the ideal before the Students gloriously, lucidly and affectionately. তাঁদের ক্লাসে যাবার আগেই নিজেদের mood এমনি-ক'রে যেতে হ'বে, যাতে ঐ attitude আসে। আর, তার জন্য শিক্ষকদের হওয়া চাই actively unit-centric—কোন মূর্ত্ত আদর্শে actively attached থাকা। এমন ক'রলে তাঁদের সর্ব্বদাই Student-like attitude থাকবে। তাঁদের আদর্শ Student-দের ভিতর infuse ক'রতে হ'লে দেশের প্রত্যেক teacher-কে primarily হ'তে হবে এমনধারা Student; আর, এই student-like attitude তাঁদের ভিতর যতখানি থাকবে জাগ্রত, ততখানি successfully

impart ক'রতে পারবেন student-দের ভিতর তাঁদের ideal-কে! এমনি ক'রে দেশময় ছড়াতে হবে elevated intellectualism.

আমাদের ইচ্ছাকে stunted করে ভয়—আর attract and emphasise করে love and liking; চাই Student-দের will-কে mould করা।"

মনে রাখতে হবে শিক্ষাটা মোটেই পুঁথিপড়া নয়। শিক্ষা মানেই ঠাকুর বলেন—"একাদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ব্যবহারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা —যাতে আমাদের অভ্যাস ও সহজ সংস্কারগুলি ঐ আদর্শকে সার্থক করার জন্য সুগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে। এর জন্যে প্রত্যেক স্কুলে, প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে, প্রত্যেক ছাত্রের কাছে, প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবকের কাণে ঢাক পিটিয়ে এখন হ'তেই এই আদর্শ প্রচার ক'রতে হবে।"

আর "শিক্ষা দ্রুতগতিতে চালানর উপকরণের ভিতর শিক্ষকই প্রথম এবং প্রধান। আর, আমরা এখনই আমাদের যা' যা' জীবনের প্রয়োজন, জীবন যাপন ক'রতে গেলে যেগুলি করণীয় কার্য্যতঃ সেগুলি

আরম্ভ করতে পারি।”

“যাঁরা এখন শিক্ষক আছেন, তাঁরা অন্ততঃ একটা আদর্শ-পরায়ণতার বাস্তব প্রচেষ্টা নিয়ে যতটুকু সম্ভব কার্য্যকরী করে-সেটুকুও ভাব, ভঙ্গী ও ভালবাসার সহিত ছাত্রের ভিতরে চারিয়ে দিতে পারেন। তা' হ'লে অন্ততঃ প্রকৃত আদর্শ শিক্ষকতার এতটুকুও স্বস্তিবচন হয়।”

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—“Primary education আমার মনে হয় up to present Matric standard compulsory হওয়া উচিত। এটা thoroughly practical nurture-এর মধ্য দিয়ে যাতে grow করে তার ব্যবস্থা করা উচিত। Practical-এ চোস্ত থেকে যদি theoretical-এ একটু-আধটু থাক্‌তিও থাকে তা' নিয়ে খুব একটা ঝোঁকাঝুঁকি না ক'রলেও চল্‌তে পারে—কারণ, হাতে-কলমে জানার ভিতর দিয়ে মানুষের instinct ও temperament অনুপাতিক theoretical যা', তা' automatically গজিয়ে উঠ্‌তেই থাকে। আর এই যে Practical education—এটার main move হওয়া চাই from an inclination

to fulfil the Master Beloved by serving the environment through inquisitive acquisition—finding out the necessities of every individual for the acceleration of further becoming with a firmness of being." তিনি আবার ব'লেছেন —"আমাদের যে Matric standard এর Compulsory primary education-এর কথা ব'ল্লাম —ঐ রকমের ভিতর দিয়ে miniature I. C. S. মাফিক bringing up ঘটাতে পারলেই বোধ হয় অনেকটা, সার্থক হওয়া যেতে পারে।"

এই-ই শ্রীশ্রীঠাকুরের Primary Education সম্বন্ধীয় মোটামুটি Programme.

College education সম্বন্ধে তিনি বলেন —"মানুষ আর্টই পড়ুক আর বিজ্ঞানই পড়ুক,— আর্টের সাথে এমনতর Practical something compulsory থাকা উচিত, যা'তে ছেলেরা তা' খাটিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়েই তখনই তার উপর দাঁড়াতে পারে ; আর, Science, Physics, Chemistry ইত্যাদি Subject-কে classify

ক'রে এমনতর Practical industrial divisions-এ ভাগ ক'রতে হয়, যাতে নাকি through practice with theoretical lectures তা'রা College career শেষ ক'রতে পারে। তা' হ'লেই তা'র ফলে তা'রা এমনতর Common Sense নিয়ে বেরুবে, যা'তে বাইরে এসে 'চাকর কিনবে কে, চাকর কিন্‌বে কে' ব'লে চেঁচিয়ে 'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হ'য়ে সর্ব্বনাশের কোলে ঢ'লে না পড়ে।

আর, অবশ্য এ'টা বলাই বাহুল্য—আর্য্যদের আদিম সহজ শিক্ষা, যার উপর দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের খাদ্যের সংস্থান ক'রত,—সে agriculture-টা রাখা চাই all through—তার যত রকম উৎকর্ষ হ'তে পারে—with practical demonstration—এটা সবার ভিতরেই থাকা চাই। এমন হওয়া চাই—যদি আর কিছু না-ই পায়, তবে যেন অন্ততঃ মাটী নেড়েও চারটী খেতে পারে।"

ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের College education-এর Practical programme.

কি উপায়ে সুসন্তান লাভ ক'রে তাদের অমনতর Practical শিক্ষার মধ্য দিয়ে অভ্যাস, ব্যবহারকে

নিয়ন্ত্রণ ক'রে জাতির সুপ্ত শক্তিকে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই Practical programme নিয়ে আজ আমাদের বিকৃত-শিক্ষাগ্রস্ত জাতির প্রতি রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত ক'রতে হবে—ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের Educational programme—মৃতপ্রায় জাতির পুনরভ্যুদয়ের চাবিকাটি।

জাতির স্বাস্থ্য আন্দোলনে প্রথমে চাই—"Normal diet—অর্থাৎ যা' নাকি non-irritative, সহজপাচ্য, পুষ্টি ও শান্তিপ্রদ; normal mode of living অর্থাৎ এমন ক'রে চলা, যাতে নাকি হঠাৎ এমনতর exertion না হয় যাতে health break করতে পারে—আর, এমনতর অন্যায় ভাবে আহার বিহার না করা যা'তে আমরা অপটু ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ি। আবার এমনতর Physical exercise হওয়া উচিত যা' স্বাস্থ্য ও সেবাকে অক্ষুণ্ণ ও উন্নত করে—আর elevative engagement হ'চ্ছে, এমনতর বিষয় নিয়ে engaged হওয়া যাতে উন্নতির পরিপুষ্টি ছাড়া কখনও শরীর বা মনের অপকর্ষ নিয়ে আসে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হ'লে প্রথমেই চাই পারিবারিক শান্তির ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে প্রধান ও প্রকৃষ্ট শিক্ষক যদি নিজ নিজ পরিবারই হয়, তো তার চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে?

বাসগৃহাদি যথোপযুক্ত বায়ু ও আলো চলাচলের মতন যাতে হয়, জল তৃপ্তিপুষ্টিপ্রদ, রোগনাশক যাতে হয় তা'র দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত।

পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভিতর যাতে উন্নতিমুখর উৎফুল্লতাকে চারিয়ে দিতে পারে, এমন একটা সহজ চলন, বলন প্রত্যেকের ভিতর যাতে বজায় থাকে—তার দিকে পারিবারিক একটা সমবেত নজর রাখা নেহাৎ নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। কারণ, হতাশ্বাস ও অবসাদ হ'তেই সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে সুরু করে,—অনাচার ও অনিয়ম তাকে আরও তীব্র ক'রে তোলে।

প্রত্যেকেরই—বিশেষতঃ প্রত্যেক মেয়েদেরই বিশেষভাবে জানা থাকা উচিত, কি অবস্থায় কেমনতর আহার, শুশ্রূষা ও সেবার প্রয়োজন। শিক্ষার —বিশেষতঃ স্ত্রী শিক্ষার দিক দিয়ে এটা নেহাৎই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত—আমি ইহাই মনে করি।"

"তারপর চাই, প্রত্যেকেরই পারিপার্শ্বিকের যথোপযুক্ত সেবা ও সম্বর্দ্ধনা, আর তা' হ'তে পুষ্টির আহরণ। এ পুষ্টি কিন্তু শরীরিক ও মানসিক দুই-ই —আর এ করতে গেলেই সম্যক্ ও উপযুক্ত চেষ্টা

ও চলনের প্রয়োজন।

এই চেষ্টা ও চলনকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—যাতে এ হ'তে পরিশ্রমজনিত যে অবসাদ আসে, তা' শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকেই আমন্ত্রণ করে। এই চেষ্টা ও চলনগুলি উপযুক্ত-ভাবে ঘটাতে না পারলেই শারীরিক উন্নতির জন্য কিছু কিছু ব্যয়ামেরও প্রয়োজন হয়।

তারপর, আর একটা প্রধান জিনিষ হ'চ্ছে উপযুক্ত বিবাহ। যে বিবাহে মানুষের বৃত্তিগুলি তুষ্ট ও পুষ্ট হ'য়ে উন্নত প্রগতিপরায়ণ হয়, সাধারণতঃ তাহাই প্রাণদ এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। তাই, বিবাহের প্রতি বিশেষ নজর রেখে তা' নিয়ন্ত্রিত করা উচিত মনেকরি। এই আমার মোটের উপর স্বাস্থ্য ভাল রাখার চুম্বক কথা।"

আবার বলছেন, "কতগুলি কসরৎ ক'রে শরীরকে অন্যায়ভাবে উত্তেজিত ক'রে যে পুষ্টির সৃষ্টি করা হয়, তাতে আয়ুবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক; কমের দিকেই বক্রগতিসম্পন্ন হ'য়ে চল্‌তে থাকে।"

দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দিনদিন ভয়াবহ রূপে

বেড়ে চলেছে।

শিশুমৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

"আমার মতে শিশুমৃত্যুর একটা প্রধান কারণ—বিবাহ-বিভ্রাট। দ্বিতীয় কারণ—অসংস্কৃত প্রসূতি অর্থাৎ গর্ভাধান হ'তে যে সমস্ত বিধান মেনে চল্লে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও আয়ু অক্ষুণ্ণ, উদ্বোধিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা' না করা। তৃতীয়—স্বাস্থ্যের সেবা ও শুশ্রূষার অনভিজ্ঞতা। ইহাদের সহিত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিরুদ্ধ ব্যাপারের যোগ হ'য়ে এই মহা আপদ আমন্ত্রিত হ'য়েছে।"

জাতির আয়ু আজ গড়ে বাইশ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। আয়ুবৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, চাই—

"(১) ইষ্টে সহজ আপ্রাণতা, তচ্চিত্তপরায়ণতা ও তৎপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে তৎস্বার্থপরায়ণতা।

(২) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সেবা, সম্বর্দ্ধনা, সাহায্য ও সাহচর্য্যপরায়ণ হ'য়ে তাদের ইষ্ট-স্বার্থ ও ইষ্ট প্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা।

(৩) নিয়মিত সন্ধ্যা প্রার্থনা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ এবং প্রথমে একক ভ্রমণ ও তৎপর অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম থানকুনী পাতার রস একটু দুধ ও

ইক্ষুগুড় দিয়ে বা শুধু ইক্ষুগুড় দিয়ে খেয়ে, বেশী পরিমাণে জল খাওয়ার পর সঙ্গিগণসহ ভ্রমণে আরো সুবিধা হ'তে পারে। এতে একটু বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হ'য়ে শরীরের toxin-গুলি প্রায়ই বেরিয়ে যায়।

(৪) বেশ সাদাসিধে সহজ পুষ্টিকর সুপাচ্য নিরামিষ আহার সাধারণতঃ দিনে রাত্রে দুইবার।

(৫) ক্ষুধাকে কখনও জব্দ না করা—regulated uncivilised রকমে সম্ভব মত কম প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে জীবন চালান।

(৬) বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে temper lose না করা—অন্ততঃ unprofitably temper lose না করা।

(৭) Unregulated ভাবে—যাতে নাকি শরীর ও মনের অবসাদ আসে এমনতর ভাবে স্ত্রী-সহবাস না করা—অন্ততঃ, স্ত্রীকর্ত্তৃক Solicited না হ'য়ে Sexually engaged না হওয়া।

(৮) Life with Superior Beloved, life in Seclusion, life with immediate environment, i.e., with family, and life

for and with the public—এই ক'টি factor সম্ভবমত বেশ ক'রে observe করা।

(৯) কু ব্যাধি সংক্রমণের বিস্তার-প্রতিরোধী আচার নিয়মকে প্রতিপালন ক'রে শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ ক'রে তোলা।

(১০) শুধু ভাবপ্রবণ না হ'য়ে ভাব ও বোধ-গুলিকে করা-বলার ভিতর দিয়ে জীবনবৃদ্ধির অনুগ ক'রে বাস্তবে পরিণত করা।

(১১) শরীর ও সময়ের উপযুক্ততা হিসাবে মাঝে মাঝে নাম মাত্র আহার বা বিধিপূর্ব্বক উপবাস করা।"

জিলায় জিলায় গ্রামে গ্রামে এই কথাগুলি শুধু ছড়িয়ে দিলে হবেনা। প্রত্যেকের দৈনন্দিন আচারে, জীবনে এগুলি প্রতিফলিত করতে হবে—ইহাই সৎসঙ্গ আন্দোলনের স্বাস্থ্য অভিযান!

এর পরই হ'ল Industry—শ্রমশিল্প আন্দোলন। দেশের শ্রমবিমুখতা দূর ক'রে বেকারত্ব দূর করা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

"Intention যদি না হয় to serve others, অর্থাৎ কি-ক'রে অন্যের পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন আনা যেতে পারে, তবে industry-র উদ্বোধন মানুষের ভিতর কি-ক'রে হ'তে পারে ?

"Industry মানেই হ'ল building up from within. তাহ'লে industry বা শ্রমশিল্পের basic principle-ই এই—মানুষের কাছে যাওয়া, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখা, আর তাই চিন্তা করা, কি ক'রে তা' meet করা যায়—যা'তে তারা পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত হ'তে পারে, দুঃখ কষ্ট অসুবিধার হাত হ'তে বাঁচতে পারে। আর, এই রকম অভাব ও বেদনা জানার সংঘাতেই সাহায্য করে to build up from within—তা'তে লেগে যাওয়া আপ্রাণ হ'য়ে—to meet

them.

"আর, এই থেকেই আসে Profitable management. কি ক'রে' কোথায়, কেমন arrangement করলে deterioration-কে avoid ক'রে elevation-কে অক্ষুণ্ণ করা যায়।

"আর এই করতে গেলেই we are to deal with them sweetly and sincerely, আর এই serving attitude ও profitable management-এ carefully, actively ও continuously লেগে থাকা চাই।

"তাই industry-র এইগুলি অর্থাৎ এই চরিত্রগুলি প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট সেবক—এ যা'তে নাই, তার industry করা একরকম আকাশ-কুসুম। জগতে দেখা যায় না—এমনতর মানুষ বড় হ'য়েছে যা'র ভিতর এমনতর চরিত্র স্বভাবসিদ্ধ নয়!"

আমাদের দেশে অনেক ধূয়ো ওঠে। পরাধীন মস্তিষ্কের বিকৃত চিন্তার অন্ত থাকেনা—পরদোষদর্শী হ'য়ে পড়ে। বলে, স্বাধীন না হ'লে, গবর্ণমেণ্ট হাতে না পেলে industry কি করতে দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর তার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলছেন,

"মানুষ লাখ গবর্ণমেণ্ট হাত করুক না কেন, পারিপার্শ্বিকের সেবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র সম্যক্ interest হ'য়ে না দাঁড়াচ্ছে—স্বার্থ মানে টাকা নয়কো—সেবায় পারিপার্শ্বিককে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে elate ক'রে তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার স্বার্থকেন্দ্র হওয়াই যে মানুষের প্রকৃত স্বার্থ—এ যতক্ষণ মানুষের ইয়াদে না দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ বিকৃত বিধ্বস্তি কি দেশকে ছাড়তে পারে?"

"আমি ও-ছাই কিছুই বুঝি না! যেমন ক'রে যা' করলে মানুষের কল্যাণ হয়, তেমন ক'রে তাই না ক'রে, দলবেঁধে সারাদিন, সারা মাস, সারা বছর যদি মাথা কোটাকুটি করে তা কিছুতেই হ'তে পারবে না!"

"মানুষের জীবনবৃদ্ধিকর সেবা, সাহচর্য্য, সহানুভূতি—যা'তে মানুষের বেঁচে থাকার সম্পদ, বড় হওয়ার লওয়াজিমা, সঙ্গে সঙ্গে ভাববার খোরাক ইত্যাদির জোয়ার লাগে—এমনতর করার হাওয়া, যে কোন রকমেই হোক, তুলে চালাতে পারলেই আনাচে কানাচে জীবন প্লাবনের উৎস উঠে অমরণ পাণে আরও জীবনে উদ্দীপ্ত সম্বেগে মানুষ চলতে

থাকে—অঢেল ভাবে! তখন যা' হবার, আপনিই উপ্‌চে ওঠে!"

"আর ঐগুলির অভাব যেখানে—অথচ চাই স্বাধীনতা, আছে leader হবার থর্‌বরে নাচুনী, হাত নাড়ার তাল বেতাল ছন্দ, মাথা কোটাকুটি, ভেবড়ি ছেড়ে কাঁদা—হাজার করুক, ঐ তাদের ফল যা' তা' আপনিই এসে মানুষকে যা' দেবার তা' দেবে, যা' করবার তা' করবে—এই তো যা' বুঝি, যা' দেখি!

"মঙ্গলময় কথা কাজে যদি মূর্ত্ত হ'য়ে না ওঠে—কথার মঙ্গল কথার বোধেই, কথার ভাবেই থেকে যায়!"

এই Industry-র সঙ্গে সঙ্গেই বাড়াতে হবে দেশের agricultureকে—কৃষিসম্পদকে। কৃষকের দুঃখ দূর করতে হবে—তাদের ভাঁওতা দিয়ে মাঝখান থেকে নিজের স্বার্থ সুবিধার জন্য তাদের অধিকতর দুঃখ-দারিদ্র্যে ডোবাবার ফন্দী করলে দেশ রসাতলে যেতে বসেছে আরও যাবে! কৃষক নিয়ে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন করি। কৃষকদের সর্ব্বহারার দল বলে ক্ষেপিয়ে তুলে—শত

করতেই দেবে না। আর এই ভাবটা দেশের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে সংস্কার-কর্ম্মবিহীন অর্থহীন হৈ চৈ করার একটা সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছি! আর যা কিছু reformation work—তার ভার দিয়ে রেখেছি ঐ বিদেশী শাসনকর্ত্তাদেরই উপর—যাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি, অথবা গণ্ডীস্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে এমন সব আইন কানুন সৃষ্টি করছি যা ঐ reformation work কে শত বৎসর পিছনে হটিয়ে দিয়ে সংস্কারের বিকার সাধন করছে, কুসংস্কার সৃষ্টি করে উন্নতি বিরোধী নীতির প্রসার সাধন করছে!

পরিবারের ছেলপুলেদের একত্র করে তাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগ্রত করার বালাই না রেখে, পরিবারের কল্যাণের দিকে সমগ্র ভাবে দৃষ্টি না দিয়ে যদি তাদের দাবী ও আক্রোশ বুদ্ধিকেই চেতিয়ে দিই, শ্রদ্ধা ভক্তিকে দুর্ব্বলতা বলে দূর করে দিয়ে অশ্রদ্ধা ও দোষদর্শিতাকে উগ্র করে তুলি, তবে পরিবারে পরিবারে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আজ মানব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দাবী বা অধিকারের শয়তান ঢুকে অশ্রদ্ধা, দোষদর্শিতা ও আক্রোশকে

বাধা মুক্ত করে দিয়ে মানব সাধারণের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে শিথিল করে দিয়েছে, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের বুলি ধরে মানুষ আত্মসমাহিত হয়ে নিজেকে সংশোধিত করতে পারছে না, পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে একটা হৈ চৈ গোলমাল সৃষ্টি করে বিভীষিকাময় অচল অবস্থার সৃষ্টি করছে।

সৎসঙ্গের কৃষি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ আন্দোলন কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পন্থা ধরে চলেছে। সৎসঙ্গ বলে —জন নিয়ে হচ্ছে জাতি, জন বাদ দিয়ে জাতীয় আন্দোলন হয় না। তাই প্রথমে প্রত্যেকটি কৃষককে উন্নতি পরায়ণ করে তুলতে হবে,—মনোবিজ্ঞানের গূঢ় নীতিগুলিকে মানবের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে ব্যক্তি সামর্থ্যের সৃষ্টি করতে হবে, ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে বাধানির্ম্মুক্ত করে তুলতে হবে, ব্যক্তি ও দাম্পত্যজীবনে শক্তি ও আনন্দকে উচ্ছলিত করে সুসমাহিত করে তুলতে হবে। আর আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি মাতাকে দোহন করে ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে তাদের ভরপূর করে তুলতে হবে। তার জন্য চাই তাদের ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ

করে কৃষিবিজ্ঞানের বিস্তার করা, বৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষির উন্নতি সাধন করা। ভারতবর্ষ যে পাকিস্তানও নয় হিন্দুস্থানও নয়, ভারতবর্ষ যে আর্য্যস্থান, —আর্য্যকৃষিস্থান, ভারতের ঋষির কৃষ্টি যে এই কর্ষণ হ'তেই একদিন উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছিল শস্যশ্যামল ভারতের মাতৃভূমি হ'তে নবোদ্ভিন্ন ধান্যশীর্ষের পীযুষ-ধারা নিয়ে—তা আজ প্রত্যেক ভারতবাসীকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে হবে। আরবের রাখাল ঋষি মহম্মদ, বেথ্‌ল্‌হেমের রাখাল ঋষি যীশু, ভারতের কৃষক রাজর্ষি জনক, হলধারী বলরাম, রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ—ভারতের পূণ্যভূমিতে মহামানবের সাগর-তীরে ঋষির কৃষ্টির যে সমবেত কলতান তুলেছেন, তাই আজ হয়ে উঠবে কৃষিপ্রধান ভারতের উন্নয়নের বিদ্যুৎবর্ত্তিকা! সৎসঙ্গ আজ মানবের কৃষি কৃষ্টির এই মহান আদর্শকে সামনে রেখে তার কৃষি আন্দোলন সুরু করেছে।

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষকের দুঃখে পরম ব্যথা নিয়ে ঘোষণা ক'চ্ছেন—

"আর্য্যদের যা-কিছু basic সম্পদ—তা' ঐ কৃষির উপর দাঁড়িয়েই। শুধু আর্য্য কেন, দুনিয়ায়

একটু civilised মানুষ-নামধেয় যা'রা তাদেরই জীবন যাপনের civilised পন্থ ই হচ্ছে ঐ কৃষি-কর্ম্ম। তা' হ'লেই বুঝুন, এই কৃষ্টির সম্পদকে বাড়িয়ে ক্রমপরিবর্দ্ধনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লেই সব-চেয়ে আদিম, প্রথম ও প্রধান ব্যাপারই হচ্ছে—ঐ যারা কৃষি কাজ করে তা' দিগকে ঐ ব্যাপারে যুগোপযোগী যতদূর সম্ভব, ততখানি উন্নতি পরি-চালনায় educated ক'রে কৃষিপরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত করা। যথোচিতভাবে এরা যদি nurtured না হয়, এরা যদি সমুন্নতভাবে ঐ ব্যাপারে educated না হয়, ক্রমাধিগমনে Scientifically nourish-ed হ'য়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যমাফিক এরা যদি কৃষিকর্ম্মের উন্নতি সাধন না করতে পারে—আর্য্য-কৃষ্টি বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্ম থেকে ক্ষুব্ধ হতাশ্বাসে কোন্ ঠোকরে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যে কোথায় ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে, তা' ভেবেই ওঠা কঠিন!"

কৃষকের অভাব অভিযোগ দূরীভূত ক'রে জাতির মেরুদণ্ডকে সুস্থ, সমর্থ ও বীর্য্যবান্ ক'রে তুলতেই হবে। এটা সৎসঙ্গ আন্দোলনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—“দুনিয়ার দারিদ্র্য কতখানি তা' বুঝতে গেলে কৃষকদের ঘরে উঁকি মারলেই সহজে বুঝতে পারা যায়। কৃষকদের ঘর সম্পদে যেমন—যতটুকু—ভরপূর থাকে, দেশের সাধারণ সম্পদও তেমনতর ভাবে ততগুণে মাথাতোলা দিয়ে থাকে। তাই আমি বলি, কৃষকদের কৃষিকার্য্য থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার বা ব্যবসায়ী ইত্যাদি করে তুললেই যে দেশের জনসাধারণের উন্নতি করা হবে—তা' কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। বরং কৃষিকার্য্যে কৃষক-দিগকে দক্ষ ও উন্নত ক'রে তুলে সম্পদ্‌শালী করতে পারলেই উন্নতি অটুট চলনায় মাথাতোলা দিয়ে চলতে থাকবে, তা'তে আমার কোন সন্দেহই নাই!

“এদের শিক্ষায় সরঞ্জাম, শিক্ষার যাজন, শিক্ষায় শক্তি ও সামর্থ্য পরিচালনা ক'রে যতই ক্ষিপ্র ও দক্ষ ক'রে তোলা যাবে, দেশ কি ততই সেবাসম্পদ-মুখর, শৌর্য্যভরা, প্রাণপুষ্টিপ্রদ, শ্রীমান হ'য়ে উঠবে না?”

“তাই, উন্নতি চাইতেই হ'লে industrialism

এবং agriculturism যা'তে well-nurtured থাকে, শ্যেন-দৃষ্টির অকাট্য নিখুঁত observation-এ এদের nurture দিয়ে সমস্ত culture গুলিকে ফুলে ফলে গজিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করতে হয়।"

'স্ব' কে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রকৃত স্বরাজ পেতে হ'লে সৎসঙ্গ আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতিই হ'চ্ছে—চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ ও শ্রমসংস্কার। শ্রমশিল্প বলতে আমরা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য সবই বুঝি। ব্যক্তিগত যাজন, আলাপ, আলোচনা ক'রে ও নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে গঠন ক'রে এই গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি দেশময় সঞ্চারিত হ'চ্ছে।

আবার এর সঙ্গে সঙ্গেই চাই 'স্ব'কে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করার অমোঘ প্রচেষ্টা। কারণ ভিতর ও বাহির উভয় দিকে 'স্ব'কে প্রতিষ্ঠা না করলে আমরা প্রকৃত স্বরাজ পাব না—ইহাই সৎসঙ্গ আন্দোলনের বিশেষ কথা। সমষ্টিগত আন্দোলন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ব্যক্তি যা'তে 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে স্বাধীন হ'য়ে ওঠে তদনুরূপ ব্যক্তিগত আন্দোলন করতে হবে—তবেই আমরা জীবনবৃদ্ধির পথে অবাধে অগ্রসর হ'তে থাকব। সিনর মুসোলিনী বলেছেন, "By some strenuous daily effort of individual purification can

that human element be created which is indispensable for the realisation of this ideal." ব্যষ্টি ও সমষ্টি আন্দোলনের একটা সমতা চাই। এই ব্যক্তিগত নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিরই নামান্তর সাধনা। ইহাই ব্যক্তিত্বকে বাঁচা বাড়ায় ধ'রে রাখে—তাই ইহা ব্যক্তি-অভ্যুদয়ের প্রধান ধর্ম্ম। ইহাতে কি হয়? Discretion, Judgement, presence of mind, activity, unlocking of energy, unblundering move etc.

শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেন, "ধর্ম্ম মানেই আমি বুঝি, সেই নিয়ম, সেই আচার—মানুষের বাঁচা-বাড়াকে যা' ধ'রে রাখে। তা' হ'লে এই বাঁচতে গেলে, বাড়তে গেলেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে 'স্ব'কে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা' যা' করণীয় সেই-গুলিই ধর্ম্মকে সার্থক করে—আর এ individual জীবনেও যেমনতর, রাষ্ট্র বা জাতীয় জীবনেও সেই হিসাবে তেমনতর। তাহ'লেই বুঝুন ধর্ম্মের বা প্রকৃত স্বরাজের লওয়াজিমায় আমি industry-র কথাই বা বলি কেন, আর আদর্শ ও পারিপার্শ্বিকের সেবার কথাই বা বলি কেন?

আদর্শ-সকাশে উপনীত হ'য়ে সাবিত্রী দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এই ইষ্টভৃতি অর্থাৎ গুরুকে পরিপালন করবার বিধান ঐ দীক্ষার অঙ্গীভূত ক'রেই আর্য্য-ঋষিরা দ্বিজমাত্রেরই জন্য প্রণয়ন ক'রেছেন। ইহাতে প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তব কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বাস্তব-ভাবে আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ অকাট্য হ'য়ে ওঠে।

ইহাই হ'চ্ছে সৎসঙ্গ আন্দোলনের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যপরিপূরণী individual programme—এ আন্দোলনের প্রত্যেকটি অনুসরণকারীকেই ইহা পালন করতে হ'বে। এমন ক'রে 'স্ব'কে আমরা ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করব।

পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আমরা ব'লেছি, "'স্ব'কে ভিতরে ও বাইরে উভয়দিকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমরা প্রকৃত স্বরাজ পেতে পারি।" নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আর তা'রই সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাঁর সুস্পষ্ট বাণী—"ভগবানকে, ঋষিকে, আদর্শকে যা'রা মানে না, স্বীকার করে না, অনুসরণ করে না—তা'রা হিন্দু-মতে পতিত বা নষ্ট, মুসলমানদের কাছে কাফের,—আর খৃষ্টানদের কাছে heathen!"

আবার তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা ক'চ্ছেন—

"আমার মতে প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক হিন্দুই মুসলমান, খৃষ্টান—প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক মুসলমান-খৃষ্টানই, হিন্দু—আর ইহার ব্যতিক্রম যেখানে হইয়াছে, সেইখানেই অজানার মুখোস্ পরা ধর্ম্মের উল্লম্ফন মাত্র—আর কিছু না।"

"মহম্মদকে মানাই যদি ধর্ম্ম হয়—আর 'খোদা এক' মানা যদি ধর্ম্ম হয়—আর তা'তে জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব! গুরুদের মানায় যদি কোন বাধা বা

আপত্তি না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ থাকিয়াও আমি মুসলমান হইতে পারি। ক্ষত্রিয় হইয়াও আমার মুসলমান হইতে বাধে না,—আবার মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে বাধা নাই।"

আর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গ আন্দোলনের বিশেষ অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে এই খানে —যে আজ তাঁর সহস্র সহস্র অনুসরণকারিগণের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টান, কেহ বৌদ্ধ, কেহ শিখ। কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যে বিধৃত ও পুষ্ট হয়েও শ্রীশ্রীঠাকুরের পতাকা-তলে সমবেত—প্রত্যেকেই গভীর ভাবে অনুভব ক'চ্ছেন তিনি তা'র স্বধর্ম্মকে, তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকেই উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে জীবন্ত প্রাণবান্ ক'রে তুলছেন। তাই তাঁকে আজ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক মনে করে ও দেখতে পায় ইনি আমারই স্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব পূরণকারী ও উদ্বোধক। আজ সহস্র সহস্র হিন্দুর মধ্যে হজরত মহম্মদ ও ইসলাম-প্রীতি তিনি বাস্তবভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছেন—কোরাণ ও হাদিসের মন্ত্র আজ দেশের সহস্র সহস্র হিন্দু পরম শ্রদ্ধায় পাঠ ক'চ্ছে,—আর বিস্ময়ে অবাক

হ'চ্ছে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে হিংসা হ'চ্ছে তা'র প্রধান কারণই যে না জানা তা' তারা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। শুধু খৃষ্টান নয়, সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান যে আজ ভগবান্ যীশুর ভাবধারায় অভি- ষিক্ত হ'য়ে তাঁর প্রতি এবং বাইবেলের প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ ক'চ্ছেন তার অধিজনক হ'চ্ছেন শ্রীশ্রী- ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। বাংলা কেন ভারতের ইতিহাসে ইহা এক নূতন পৃষ্ঠা—এত লোক ইতিপূর্ব্বে নিজের স্বধর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি এমন গভীর ভাবে জেনে, শ্রদ্ধা ক'রে স্বধর্ম্মের সহিত অবিরোধী- ভাবে অন্যান্য মহাপুরুষের প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছেন কিনা আমা- দের জানা নেই। আজ তাই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সম্প্র- দায়ে হিংসা, বিরোধ বাস্তবভাবে দূরীভূত হ'চ্ছে— হজ, রোজা নামাজ, জাকাত কলেমার সঙ্গে বৈদিক তীর্থযাত্রা, উপবাস ব্রত, সন্ধ্যা বন্দনা, দান ও সেবা এবং বর্ত্তমান ঋষির নিকট উপনীত হ'য়ে সংস্কার গ্রহণ—এই উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ও যোগসূত্র রচিত হ'য়েছে। ইস্লাম ও আর্য্যধর্ম্মের মূলগত ঐক্য উদ্ঘাটিত হ'য়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই

বলছেন, যদি অবিশ্বাসী না থাকতে চাও, কাফেরত্ব ঘোচাতে চাও তবে ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রকে গ্রহণ কর —তিনিই আমাদের কামেলপীর, গুরু বা saint, তোমাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের Prophet বা মহাপুরুষের প্রতি যদি সত্যিকার জীবন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে চাও তবে তাঁকে স্বীকার কর—He is the best living exponent of our prophets. এমনতর একটা অদ্ভূত convergence of religious sentiments আজ হ'চ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে। ইহাই সৎসঙ্গ আন্দোলনের একটা বিশেষ লক্ষ্য করার দিক। কত নেতাই আজ রাজনীতির খাতিরে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতা আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করতে বলছেন; কিন্তু ধর্ম্মকে তার শ্রেষ্ঠ স্থানে রে'খে সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে এমন বাস্তব সমন্বয় সাধন করেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। ভারতীয় ধর্ম্ম-বিরোধসঙ্কুল রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ-টী তাঁর একটি যুগসমস্যা সমাধানী পরম শ্রেষ্ঠ অবদান!

তাঁর আর একটি অপূর্ব্ব সমাধানের বিষয় সম্যক্ আলোচনা না করলে তাঁর সৎসঙ্গ আন্দোলন

আমরা ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারব না। সে-টী হ'চ্ছে—ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার ক'রে জগতের গণসংস্থিতির অপূর্ব্ব তত্ত্ব। আজ কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্, নাৎসীবাদ প্রভৃতি কত কী তাণ্ডবনৃত্যে জগৎময় মানবে মানবে বিরোধ দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করছে—রাষ্ট্রের বা জাতির গণসংস্থিতি কোন একটা চরম পরিণতিতে স্থিতিলাভ করতে পাচ্ছে না—সর্ব্বত্র গোলমাল, মারামারি কাটাকাটি —বিশৃঙ্খলা!

মানব সংহতি বা গণসংস্থিতি ততক্ষণ একটা চরম পরিণতি লাভ করতে পারেই না যতক্ষণ প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে পরম শ্রদ্ধায় স্বীকার ক'রে সমষ্টি শক্তির সহিত গভীর সামঞ্জস্য সাধন করতে আমরা না পারি। তাই আজ জগৎ একদেশদর্শী নানা রাষ্ট্র ও গণব্যবস্থায় ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'চ্ছে। এর সমাধান কোথায়? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন—যে পর্য্যন্ত প্রতি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রে—Science of heredity, Science of eugenics-কে গভীর ভাবে উপলব্ধি ক'রে ব্যক্তিগত জীবিকা ও বৃত্তি অর্থাৎ heredi-

tary occupation-গুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে সমাজ ও রাষ্ট্রের মানবগণকে সুশোভনরূপে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে এক আদর্শে বিধৃত করতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত গণসংস্থিতি ক্ষণভঙ্গুর হবেই, বিপ্লবের পর বিপ্লবের সূচনা হবেই—undue competition amongst classes চলবেই—মারামারি কাটাকাটি আর থামান কিছুতেই যাবে না।

এরই সমাধান সুচারুরূপে এনে দিয়েছিল ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম—গোত্র ও দশবিধ সংস্কার। বর্ণ হ'চ্ছে আর কিছু নয়—Social life-planning according to individual instincts with hereditary occupations in accordance with inborn tendencies. আর আশ্রম হ'চ্ছে individual life-planning in different stages of individual development. গোত্র হ'চ্ছে individual demarcation of blood and seeds with their characteristic capabilities—আর দশবিধ সংস্কার হ'চ্ছে unfurling of the different characteristic instincts

of an individual and developing them into tendencies of acquisition. এই হ'চ্ছে সৎসঙ্গ আন্দোলনের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইহাকে সবিস্তারে বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সম্ভব নয়। প্রত্যেক সৎসঙ্গী বিশ্বাস করে এবং তারস্বরে ঘোষণা করে তথাকথিত সাম্যবাদ জগতে আজ যতখানি অসাম্য এনেছে এমন আর কিছুতেই আনে নি! এই সাম্য আসে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর তখনই যখন আমরা প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে আমারই মত অনুভব করি। এমনতর হ'লেই আসে অসমান বিধান—যাতে প্রত্যেকটি মানুষ তার ভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে তার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পরিপূরিত হয়। তাই, সৎসঙ্গ সর্ব্বপ্রকার তথাকথিত সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—বলে, মানুষ আর মানুষ যে সমান নয়, প্রত্যেকের প্রয়োজন তার মত—প্রত্যেকের চাহিদা যে আলাদা—একথাটা যখন আমাদের সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধ হবে তখনই আমাদের অন্তরে সাম্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কথাটা মোটামুটি বলা হ'ল—ইহাকে নানাভাবে

বিস্তারিত ক'রে স্বাধীনভাবে যতই আমরা প্রচলিত সংস্কার বিমুক্ত হ'য়ে চিন্তা করব ততই অবাক্ হব, বিস্মিত হব যে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রনৈতিক বিষমতার কি অপূর্ব্ব সহজ মীমাংসা তিনি দান ক'রেছেন! ভারতীয় কৃষ্টির বর্ণধর্ম্মের বাস্তব তত্ত্ব আজ দেশের ভিতর বিভিন্ন জাতির হিংসা দ্বেষে অবলুপ্ত প্রায়—কিন্তু তাহ'লেও একথা আজ আমাদের স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে, বর্ণধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য দেশ সমূহের হিংসা দ্বেষের তুলনায় তাহা মোটেই ভয়াবহ নহে। সেই বর্ণধর্ম্মের মূলসূত্রকে নূতনভাবে আবিস্কার ক'রে বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন বিজ্ঞানের সঙ্গে তা'র অন্তর্গূঢ় যোগসূত্রটি নির্দ্দেশ ক'রে তিনি রাষ্ট্রীয় গণসংস্থিতির যে অপূর্ব্ব সমাধান দান ক'রেছেন—এক হিসাবে বলা কিছুই অত্যুক্তি হবে না যে তা' বিংশ শতাব্দীতে মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিস্কার। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পরমশ্রেষ্ঠ অবদান। সৎসঙ্গ আন্দোলন সর্ব্বমানবকে এই মহাসত্য গ্রহণ করাবার অনুসরণ করাবার মহাব্রত গ্রহণ করেছে। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপূরণী ও সমষ্টি উৎসারণী ভারতের আর্য্যঋষিগণের শাশ্বত মন্ত্রে জগতে চিরশান্তি

প্রতিষ্ঠা করাই সৎসঙ্গীদের mission, সৎসঙ্গের বার্ত্তা—তাই আজ তা' সর্ব্বজন-সাধারণের ভিতর তীব্র আবেগে, জ্বলন্ত ভাষায়, অপূর্ব্ব নবীন ছন্দে ঘোষিত হ'চ্ছে। তাই, "বন্দে পুরুষোত্তমম্" মন্ত্রে আজ ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হ'চ্ছে।

তাই আমাদের এই মুহূর্ত্ত হ'তেই জাতির thorough repair and reformation এর জন্য তীব্রভাবে আন্দোলন করা চাই, কারণ এই সংস্কার মূলক আন্দোলন ছাড়া প্রকৃত স্বরাজলাভ অসম্ভব—ইহা আমরা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করি। আমরা বুঝি ইংরাজ তাড়ানর নাম স্বরাজ নয়। "Quit India" movement আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে না—আর জয়চন্দ্র থেকে জগৎশেঠ পর্য্যন্ত ভারতে যে "খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়া স্বাধীন হইবার নীতি" অনুসরণ ক'রেছে—তা' সহস্রবৎসরকাল আমাদের পরাধীন ক'রেই রেখেছে। হিন্দুমহাসভা ও মসলেম লীগ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কায়েম করে আমাদের রাজনৈতিক গণ্ডীস্বার্থের কূপমণ্ডূক ক'রে রাখতে চায়—রাজনৈতিক স্বার্থ-প্রলুব্ধ ক'রে ধর্ম্মের ধূয়ো ধরে ভারতের হিন্দু মুসল-

(১) প্রতি ব্যক্তিকে ঋষি অধিনায়কে যুক্ত ক'রে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত ভারতীয় আর্য্য-বিধি ও প্রক্রিয়াদির অনুসরণে দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে অভ্যাস ব্যবহারকে সুষ্ঠু ক'রে তুলে সুস্থ দেহ, স্বস্থ মস্তিষ্ক শক্তিমান জন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করা। জন নিয়েই হচ্ছে জাতি। জাতীয় সাধনায় প্রথমে জনকে আত্মশুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(২) জাতির ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা নির্ভর করে সুপ্রজননের উপর। সুপ্রজনন নির্ভর করে আদর্শ দাম্পত্যজীবনের উপর। তাই চাই বিবাহ বিধির আমূল পরিবর্ত্তন—বিবাহের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জন-সমাজে যাজনে সঞ্চারিত ক'রে আদর্শ দাম্পত্যজীবন ও সুসন্তানের জন্য প্রচলিত বিবাহ-প্রথার আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে—সৎসঙ্গের আর্য্যাদর্শে।

(৩) শতধাবিভক্ত আর্য্যসমাজকে একতাবদ্ধ করতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন করতে হবে। প্রতিলোমে কু-এর জনম—তাই প্রতিলোম সংস্পর্শ প্রতিরোধ করতে হবে।

(৪) বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বিভিন্ন অনু-

লোম অন্তর জাতিকে প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্বে উন্নীত করতে হবে এবং ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে individual ও social life planning-এর দ্বারা বর্ত্তমান জগতের অর্থের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত মানব সমাজের শ্রেণীবিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে Science of heredity ও Eugenics এর ভিত্তিতে hereditary occupations সৃষ্টি ক'রে আদর্শহীন অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহকে দূর ক'রে শ্রেণীগত বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও কলহের নিরসন ক'রে ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গূঢ় সত্যকে বাস্তবায়িত ক'রে জগৎময় মহা সমস্যার সমাধান করতে হবে।

(৫) কৃষি আন্দোলন ও কৃষিস্থান স্থাপনার দ্বারা জাতির মেরুদণ্ডকে শক্তিমান ক'রে তুলতে হবে এবং উন্নত উপায়ে উৎপাদন শক্তিকে ক্রমবর্দ্ধমান ক'রে জীবন ও অস্তিত্বকে অটুট অবাধ করতে হবে।

(৬) জাতীয় শিক্ষাকে সৎসঙ্গের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত ক'রে বেকারত্ব, বিকৃতি ও গোলামীর যথাশক্তি মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

(৭) বিবাহ সংস্কার, প্রসূতি ও শিশুপালন এবং

দেশময় স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম ও আর্য্য সদাচারের প্রবর্ত্তন দ্বারা জাতির স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য, সহনপটুত্ব ও আয়ুর বৃদ্ধি সাধন করতে হবে।

(৮) কৃষি শিল্প ও শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তনের দ্বারা জাতির মৃতপ্রায় কুটীর শিল্পাদির পুনর্জ্জীবন দান ক'রে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হবে।

(৯) এই সকল কর্ম্মকে দ্রুত মূর্ত্তিদানের জন্য এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্যক্ সংরক্ষণের জন্য স্বস্তি-সেবক বাহিনীর সৃষ্টি করতে হবে। তারই জন্য আমরা দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান করছি।

এই মহান্ আন্দোলনের পবিত্র কেন্দ্র সৎসঙ্গ। এ হ'চ্ছে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি অনু-সরণকারীর পূণ্যতীর্থ, পবিত্র গৃহ—কেন্দ্রভবন। পল্লী-মা'য়ের বুকে তারই পীযুষধারায় বিশাল পদ্মাতীরে কর্ম্মিগণ তাঁদের অধিনায়ক সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হ'চ্ছেন, পুষ্ট হ'চ্ছেন—সে তীর্থের আকাশ, বাতাস, ধূলি, মাটি, প্রত্যেকটি গাছপালা আজ কর্ম্মিগণের যুগযুগ-সঞ্চিত একনিষ্ঠায় অপূর্ব্ব শক্তি বিকীরণ ক'চ্ছে—The great broadcasting centre of all ideas and activities of the movement.

জাতির এই জীবন্তকেন্দ্রে আন্দোলনের পুরুষোত্তম বিরাজিত। এই পবিত্র কেন্দ্রস্থানের প্রতি ধূলিকণার প্রতি জ্বলন্ত নিষ্ঠা হ'চ্ছে এ আন্দোলনের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দিকে দিকে সৎসঙ্গের ঋত্বিক, অধ্বর্য্যুগণ এই কেন্দ্র হ'তে বিজয় অভিযানে যাত্রা করেছেন! প্রত্যেকটি কর্ম্মির মাথায় রয়েছে নূতন শান্তিরাজ্যের সুস্পষ্ট স্বপ্ন—আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁরা—আদর্শের প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় তাঁরা ভরপূর। তাঁদের বিজয়গীতি হ'চ্ছে—

দীপ্ত ভবিষ্যৎ ! স্বর্ণ ভবিষ্যৎ !
রচহ নবীন স্বস্তি সেনানী
পুরুষোত্তম সারথী আজ !
জ্বালাও জীবন রন্ধ্রে রন্ধ্রে
গড়হ জগৎ মোহন মন্ত্রে
জাগাও ভারতে আর্য্যকৃষ্টি
করহ ভুবনে অমৃত বৃষ্টি
মৃত্যুশ্মশান ভস্মস্তূপে
যাদুদণ্ড দোলাব আজ
পুরুষোত্তম সঙ্গী আমরা
জগতে সৃজিব নব স্বরাজ !

আমাদের আহ্বান আজ আমরা দেশের প্রতি ব্যক্তির রুদ্ধদ্বারে পৌঁছে দেব—পুরুষোত্তমের স্বস্তি অভিযান—বাংলার এ অভিনব আন্দোলন কি আপনাদের নূতন উদ্দীপনায়, নবজীবনের অমৃতমন্ত্রে অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে না ?

বন্দে পুরুষোত্তমম্ !